CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৯ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 July, 2023 ■ আগরতলা ১ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ১৫ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কুমারঘাটে উল্টোরথে গাফিলতি হয়েছে স্বীকার করল ইসকন

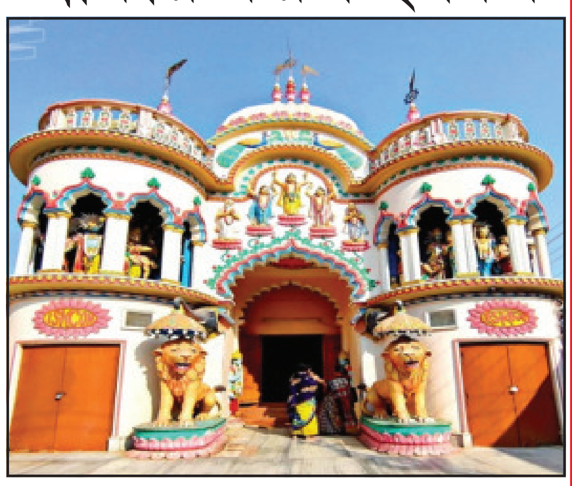

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। সাতটি নিষ্পাপ প্রাণের করুণ পরিণতি এবং হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছেন আরও অনেকের গুরুতর অবস্থায় সকলের আর্তনাদ শুনে অবশেষে ঘুম থেকে জেগেছেন ইসকন কর্তৃপক্ষ। সারা দেশে রথের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন দিক চূড়ান্ত করার জন্য নতুন কমিটি গঠন করেছে ইসকন। উল্টো রথে মর্মান্তিক ঘটনায় চারিদিকে সমালোচিত হওয়ার পর আজ অনেকটা বাধ্য হয়েই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি সাফাই দিয়েছেন ইসকন আগরতলা কো-প্রেসিডেন্ট শ্রীধাম গোবিন্দ দাস। তিনি স্বীকার করেছেন, কুমারঘাটে ইসকনের রথ নির্মাণে গাফিলতি হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ অসবধানতা অবলম্বন করেছে। তাই, ওই ঘটনায় ইসকনের তরফে তদন্ত করা হবে। তাতে কাউকে দোষী পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিন তিনি বলেন, কুমারঘাটে উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহত এবং আহতদের আর্থিক সহায়তার চিন্তাভাবনা করছে ইসকন। খুব শীঘ্রই এ-বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হবে। তাছাড়া, ওই ঘটনায় নিহতের সন্তানদের শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহনে ইসকন প্রস্তুত রয়েছে। বামুটিয়া স্থিত ভক্তি বেদান্ত আশ্রম স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তাদের পড়াশুনা এবং পাঠ্যপুস্তকের সমস্ত খরচ বহন করবে ইসকন। শ্রীদাম গোবিন্দ দাস এদিন ওই ঘটনায় নিহতদের প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সাথে তিনি ভবিষ্যতে এমন শুধু ত্রিপুরা নয় সারা দেশে এড়ানো যায় তা সুনিশ্চিত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

তাঁর দাবি, ঘটনার পর তিনি কুমারঘাট ছুটে গেছেন। সেখানে হাসপাতালগুলিতে ভর্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহতদের চিকিৎসার খোঁজ নিয়েছি। পাশাপাশি নিহতদের পরিবারের সম্পর্কেও খোঁজ নিয়েছি। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী ও রোগীর পরিবারের জন্য দুই বেলা প্রসাদের ব্যবস্থা করেছে ইসকন। এছাড়া, তাঁদের বিনামূল্যে থাকার জন্য ইসকন মন্দিরে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, মৃত্যু কখনোই কাম্য নয়। তবে, রথে মৃত্যু হয়, তা কোন ব্যাপার নয়। তিনি সকলের আত্মার চির শান্তি কামনা করেছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছেন।

রাজধানীতে ফিল্মি কায়দায় ঠিকাদারকে অপহরণের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ফিল্মি কায়দায় রাজধানী আগরতলা শহর থেকে এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে গেল দুষ্কৃতিরা। ঘটনা রাজধানীর উত্তর গেইট এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন এক ব্যক্তি স্কুটি নিয়ে রাধানগরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি লাল রং-এর গাড়িতে করে কিছু দুষ্কৃতি আসে।

গাড়িটি স্কুটিটির সামনে এসে দাড়ায়। তারপর গাড়িতে থাকা দুষ্কৃতিরা স্কুটিতে থাকা ব্যক্তিকে জোর পূর্বক গাড়িতে তুলে নেয়, একই সাথে স্কুটির চাবি নিয়ে দুষ্কৃতিরা ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান স্কুটিতে থাকা ব্যক্তির পায়ের একটি জুতো ঘটনাস্থলে পড়ে রয়েছে। আর একটি জুতু ঐ ব্যক্তির পায়ে রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি প্রদেশ সভাপতির জনসম্পর্ক অভিযান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নয় বছরের কার্য্যকালকে জন সম্মুখে তুলে ধরতে রিপোর্ট কার্ড হাতে নিয়ে শুক্রবার বনমালীপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নয় বছরের কাজকর্ম জন সম্মুখে তুলে ধরতে একমাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে বিজেপি। এরই অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের রিপোর্ট কার্ড হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন সব মন্ত্রী সাংসদদের পাশাপাশি বিজেপি নেতৃবৃন্দ। এরই অঙ্গ হিসেবে বনমালীপুর এলাকার ২৯ নং বুথ এলাকায় জনসম্পর্ক অভিযানে অংশগ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিক্ষোভে উত্তাল ইম্ফল

ইম্ফল, ৩০ জুন (হি.স.)।। হিংসাত্মক ঘটনা থামছেই না মণিপুরে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আবার নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল। ইম্ফলের কেন্দ্রস্থলে জড়ো হওয়া ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল সেনা। সেনা সূত্রে খবর, মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় গুলির আঘাতে নিহত এক প্রাক্তন নৌসেনা কর্তাকে শ্রদ্ধা জানাতে ইম্ফলে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়েছিলেন। জমায়েতের নেতৃত্ব ছিলেন মহিলারা।

প্রথমে ওই অফিসারের দেহ ইম্ফলের জনবহুল খোয়াইরামবন্দ বাজারে আনা হয়। পরে মৃতদেহটি মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের বাসভবনের সামনে দিয়ে মিছিল করে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয় উন্মত্ত জনতা। পুলিশ যাতে তাদের গ্রেফতার করতে না পারে, তাই রাস্তার মাঝে টায়ারও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এর পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সেনা এবং পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ছোড়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ওই নৌসেনা কর্তার দেহ 'জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স'-এর মর্গে পাঠানো হয়। এই মুহূর্তে হিংসাদীর্ণ মণিপুরে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

শুক্রবার সকালে তিনি মইরাং পৌঁছন। সেখানে গিয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। মণিপুরের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কেশম মেঘচন্দ্রের মতে, রাহুল গান্ধী ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরে, তিনি ইম্ফল ফিরে আসবেন এবং ১০ জন সমমনোভাবাপন্ন দলের নেতা, ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল (ইউএনসি) নেতা এবং সুশীল সমাজ সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবেন।

মণিপুরের রাজ্যপাল অনুসুয়া উইকেই-এর সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শান্তির বার্তা নিয়ে দু'দিনের জন্য মণিপুরে গিয়েছেন রাহুল গান্ধী। সফরের দ্বিতীয় দিনে, শুক্রবার তিনি মণিপুরের রাজ্যপাল অনুসুয়া উইকেই-এর সঙ্গে দেখা করেছেন। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর রাহুল বলেছেন, 'মণিপুরে শান্তি দরকার। আমি চাই এখানে শান্তি ফিরে আসুক। আমি কয়েকটি ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছি, এসব ত্রাণ শিবিরে ঘাটতি রয়েছে, সরকারের উচিত এ জন্য কাজ করা।'

শুক্রবার সকালেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মণিপুরের মইরাং-এ একটি ত্রাণ শিবিরে পৌঁছন, যারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা ও কথা বলেন রাহুল। শোনেন তাঁদের মনের কথা। এর পরই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি।

বলদাখালে গরু চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। প্রকাশ্য দিবালোকে গরু চোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় পূর্ব থানায় খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশী তদন্তে খুনের সাথে জড়িত ভাস্কর দাস ও দিবাকর দাস নামে দুই যুবকের নাম উঠে আসে। পুলিশ গতকাল রাতে অভিযুক্ত দুই যুবককে আটক করেছে বলে জানিয়েছেন পূর্ব থানার ওসি রাণা চ্যাটার্জী। আজ দুই যুবককে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার প্রকাশ্য দিবালোকে বলদাখাল ব্রীজ এলাকায় নন্দু সরকার(৪০)-কে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। মৃতের স্ত্রী সোনালী দেব সরকার অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামীকে গরু চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। তাছাড়া মৃতের ভাই বলেন, ওই এলাকায় নন্দু পশু প্রেমী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কখনো কোন অসামাজিক কাজের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন না। তাঁকে পিটিয়ে খুন করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় করলেন খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ডিজিটালাইজ করে তোলার জন্য প্রত্যেক গ্রামকে অপ্টিক্যাল ফাইবার নেটের মাধ্যমে যুক্ত করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আজ জিরানীয়ার অগ্নিবীণা হলঘরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে একথা বললেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন শ্রী সুশান্ত বলেন, দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর প্রতিটি মানুষের মনে নিজের বাড়ির স্বপ্ন থাকে। প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন থাকে তার একটি পাকা ঘর হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও ত্রিপুরা সরকার এই লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জন্যই গরিব মানুষের স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, আমাদের গ্রামগুলি দেশের ও রাজ্যের উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরতার প্রধান কেন্দ্র। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা গণতন্ত্রকে মজবুত করা। প্রগতি এবং সংস্কৃতির নেতৃত্ব সর্বদাই আমাদের গ্রামগুলিই প্রদান করেছে। সেজন্য আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারও প্রতিটি নীতি প্রণয়ন এবং প্রত্যেক প্রচেষ্টার মূল কেন্দ্রে গ্রামগুলিকে রেখেই এগিয়ে চলেছে।

তাঁর দাবি, সেজন্যই পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকা বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন নতুন অধিকার প্রদান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস মতবাদ আজও প্রাসঙ্গিক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। অহিংসা ভিন্ন অন্য কোনও নীতিতে সমাজকে কখনও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী অহিংস মতবাদের যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন তা আজও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও গান্ধীজির অহিংস মতবাদের আদর্শে দেশ সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। আজ যোগেন্দ্রনগরের রেন্টার্স সোসাইটিতে মহাত্মা গান্ধীর মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। মহাত্মা রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুমারঘাটে উল্টো রথযাত্রায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি জি-৭ গোষ্ঠীর রাষ্ট্র নেতাদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাপানের হিরোশিমাতে মহাত্মা গান্ধীর আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় রেন্টার্স সোসাইটিতে আজ মহাত্মা গান্ধীর মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। এই উদ্যোগের জন্য মহাত্মা রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের সমস্ত সদস্য-সদস্যাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দালনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও স্বরাজ-এই তিনটি নীতির উপর জোর দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর স্বপ ছিল ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রাম হবে স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পর্ণ। গান্ধীজি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর পাশাপাশি সমগ্র ভারতব্যাপী দারিদ্র দূরীকরণ, নারী স্বাধীনতা, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়েও প্রচার চালিয়েছিলেন। সমস্ত পরিস্থিতিতেই গান্ধীজি অহিংস মতবাদ ও সত্যের ব্যাপারে অটল থেকেছেন। ২ অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিনটিকে জাতিসংঘের সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস হিসেবেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংসদ তহবিলের অর্থ নিয়ে বৈঠক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। সাংসদ তহবিলের অর্থ থেকে যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজ সম্পূর্ন হয়েছে তা নিয়ে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

এদিন প্রতিমা ভৌমিক বলেন, এই বৈঠকে গত ৪ বছরে সাংসদ তহবিলের অর্থ থেকে কি কি উন্নয়ন মূলক কাজ হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ৪ বছরের কি কি কাজ অসমাপ্ত রয়েছে তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এদিনের বৈঠক মূলত চার বছরে যে সমস্ত কাজ হয়েছে সব কাজ গুলোর ইউসি জমা দিতে হবে কেন্দ্র সরকারের নিকট তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রেশন থেকে চাল পাচারকালে জনতার হাতে আটক ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে অবৈধভাবে বাইকে করে চাল খোলা বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসীর হাতে আটক হয়েছেন এক ব্যবসায়ী। ওই ঘটনায় জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ১৩ নম্বর ন্যায্য মূল্যের দোকান চত্বর এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পর্বতী সময়ে এলাকাবাসী খাদ্য দপ্তরকে খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা ছুটে এসে দুই বস্তা চাল বাজেয়াপ্ত করে সঙ্গে নিয়ে যান।

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরে সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলার অবৈধভাবে খোলা বাজারে চাল পাচার করে আসছেন।

শুক্রবার সকালেও ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে বাইকে করে দুই বস্তা চাল পাচার করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন। স্থানীয় মানুষ বাইক চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে তিনি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। এ বিষয়ে ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনো উত্তর দেননি। পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসী খাদ্যদপ্তরে খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শোকাহত পরিবারের পাশে বিদ্যুৎমন্ত্রী নিগমের তরফে দিলেন আর্থ সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। মানুষ তো মানুষের জন্যই। মানুষের সুখের সময়ে কাছে থাকতে পারলাম কি পারলাম না তা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো বিপদের দিনে যদি তার কাছে থাকা যায়।

কুমারঘাটে উল্টো রথের দিনে যে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে , এই শোক কোন কিছু দিয়েই ভোলার নয়।শুধু একজন পরিজন হয়ে সহানুভূতি মাখা হাতটুকু তার কাঁধে রাখা ছাড়া কি বা আর করা যায়। তারপরেও স্বজন হারানোর ব্যথা আমাকে বিচলিত করেছে। শুক্রবার বিমানবন্দর থেকে সোজা কুমারঘাটে এসে এভাবেই নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত একটি বৈঠকে যোগ দিতে তিনি অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং এ ছিলেন। শুক্রবারের বিমানে আগরতলা বিমানবন্দরের নেমেই তার সঙ্গী ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা দেবাশীষ সরকার এবং বিদ্যুৎ পরিবহন বিভাগের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লঙ্কার দামে জ্বলছে হাত, জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। চালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দাম। লঙ্কার ঝাল যেমনি হোক দামে জ্বলছে হাত। এক কিলো লঙ্কার দাম ৫০০ টাকা। কিছুদিনের মধ্যে এই দাম হাজার টাকার দাঁড়াবে। এমনটাই বলছেন সবজি বিক্রেতারা। ঝিঙে পটল লাছিম কাকরল কুমর উচ্ছে শশা লাউ চাল কুমড় সহ অন্যান্য সবজির দাম হঠাৎ করে বেড়ে গেছে এতটাই হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ব্যবসায়ীরা বলছে চট করে এইভাবে দাম বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কেন দাম বৃদ্ধি হল এই প্রশ্নের সঠিক জবাব মিলল না পাইকারি সবজি বিক্রেতাদের কাছ থেকে। গা ছাড়া ভাবে তারা দোষারোপ করল বৃষ্টিকে।

অথচ যখন খরায় জ্বলছে গোটা দেশ তখনো সবজির দাম এতটা ছিল না। এখন বৃষ্টি হতেই সবজির দাম বেড়ে যাওয়ায় রীতিমতো মাথায় হাত সাধারণ ক্রেতাদের। ব্যবসায়ীরা এও বলছেন টানা বৃষ্টির কারণে বহু ফসলের জল জমে গেছে। মাঠে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। চাষিরা নতুন করে ফসল ফলাচ্ছেন। নতুন ফসল বাজারে উঠতে আরো কিছুদিন সময় লেগে যাবে। পড়ে শোনা গেল আসল রহস্যের কথা। বহি রাজ্য থেকে যে সমস্ত ফসল রাজ্যে আসে সড়ক পথে তাতেই বাধার সৃষ্টি হয়েছে। ধস পরে বহু রাস্তায় যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটেছে। বিশেষ করে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে বেশ কিছুদিন ধরেই ধস পড়ায় যান চলাচল বন্ধ ছিল। এখন অবশ্য খুলে গেছে।

তবে কিছুদিন গাড়িতে বন্দি থাকায় বেশ কিছু কাঁচামাল নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সেই ক্ষতিগ্রস্ত মালের দাম তুলতে গেলে সাধারনের পকেট কাটাটাই স্বাভাবিক। বলা যেতে পারে রাজ্যে সবজির উৎপাদন কম থাকার কারণেই বহি রাজ্যের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে। এই সত্যটা অনেক ব্যবসায়ী মেনেও নিয়েছেন। তারাই বলছেন রাজ্যে সবজির উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে। এবার আসা যাক চাল। এক মাসের মধ্যে চালের দাম কিলো প্রতি ৩০ থেকে ৪০ টাকা বেড়ে গেছে।এমনটাই বলছেন মহারাজ গঞ্জ বাজারের চাল ব্যবসায়ী স্বপন পোদ্দার। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যালয় চত্বরে নেশা সামগ্রী বিক্রি অভিযান চালালেন অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। বিদ্যালয় চত্বরের একাংশ দোকানে নেশা জাতীয় সামগ্রী বিক্রির রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে কতিপয় ব্যবসায়ীরা। এরই বিরুদ্ধে নেশা বিরোধী অভিযানে নামলেন অভিভাবক সহ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার মুঙ্গীয়াকামীবাড়ি দ্বাদশ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ওই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, মুঙ্গীয়াকামীবাড়ি দ্বাদশ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছুদিন যাবৎ একাংশ দোকানে নেশা জাতীয় সামগ্রী বিক্রি করে যাচ্ছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা। এর ফলে বিদ্যালয়ের একাংশ ছাত্র ছাত্রীরা দিনের পর দিন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাই বাধ্য হয়ে আজ সকালে অভিভাবক সহ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দোকানগুলিতে গিয়ে হানা দিয়েছেন। পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীদের কড়া হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, আগামী দিনে বিদ্যালয় চত্বরে নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করতে হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, নিয়ম অনুযায়ী যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০০ গজের মধ্যে নেশা সামগ্রী বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৫৬ ▫ ১ জুলাই ২০২৩ইং ▫ ১৫ আষাঢ় ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আজ ডক্টরস ডে, আত্ম অনুসন্ধানের দিন

যেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী! বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনেই দেশ জুড়িয়া পালিত হয় 'ডক্টরস ডে'। চিকিৎসকদের সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বরপুত্র বলিয়া মনে করেন বহু মানুষ। মরণাপন্ন মানুষকে জীবন ফিরাইয়া দেন তাঁহারা। মানুষের জীবন ফিরাইয়া দেওয়ার চেয়ে মহৎ কাজ আর কীই বা হইতে পারে? ১ জুলাই দিনটি 'ডক্টরস ডে' হিসেবে পালন করা হয় ভারতে। এই দিনটি এই দেশের এক মহৎ চিকিৎসকের জন্মদিন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। চিকিৎসক হিসেবেও তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম। তাই তাঁহার জন্মদিনকে স্মরণ করিয়াই এই দিনটিকে চিকিৎসকদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইয়াছে।'১৮৮২ সালের ১লা জুলাই পটনায় জন্মগ্রহণ করেন ড় বিধানচন্দ্র রায়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এলএমএস এবং এমডি ডিগ্রি লাভের পর উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে পাড়ি দিয়াছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে তাঁহার শিক্ষাগ্রহণের পথ খুব একটা সহজ ছিল না। লন্ডনের বার্থোলোমিউ'স হাসপাতালে পড়িতে চাহিয়াছিলেন তিনি। কিন্তু প্রথমেই সেখানে ভর্তি হইতে পারেননি। তবু হাল ছাড়েননি। ৩০ বারের চেষ্টার পর অবশেষে সেই কলেজে ভর্তির সুযোগ আসিয়াছিল। ১৯১১ সালে স্নাতকোত্তরের পর তিনি রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস-এর সদস্য এবং রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস-এর ফেলো হন।'

লন্ডন থেকে দেশে ফিরিয়া প্র্যাকটিস শুরু করেন তিনি। চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায়কে নিয়া সে সময় থেকেই নানা 'মিথ' প্রচলিত আছে। সহজ সরল পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসা করিতেন তিনি। শোনা যায়, রোগীর মুখ দেখিয়াই রোগ নির্ণয় করিবার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা ছিল তাঁহার। আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির মুখ দেখিয়াই নাকি তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার পিঠে ব্যথা রহিয়াছে। যাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কার্যতই হইয়া ওঠেন ধন্বন্তরী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী থেকে সাধারণ দেশবাসী, বিধানচন্দ্র রায়ের রোগী ছিলেন সকলেই। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, কমলা নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন ও চিত্তরঞ্জন ক্যানসার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছিলেন তিনি।' তবে চিকিৎসাক্ষেত্রেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক কাজের প্রবল চাপ সত্ত্বেও চিকিৎসা পেশাকে কখনও অবহেলা করেননি তিনি। বলিতেন, ”আমি নেশায় রাজনীতিবিদ, পেশায় চিকিৎসক।” এই কথা থেকেই পরিষ্কার, নিজের পেশাকে কতটা গুরুত্ব দিতেন তিনি। ১৯৬১ সালে তিনি ভারতরত্নে ভূষিত হন। পরের বছর ১৯৬২ সালে তাঁহার প্রয়াণ হয় জন্মদিনের দিনই। চিকিৎসা জগতে তাঁহার অবদানের কথা স্মরণে রাখিয়াই ১৯৯১ সাল থেকে ১ জুলাই দিনটি পালিত হয় 'ডক্টরস ডে' হিসেবে।' তবে একতা মনে রাখিতে হইবে ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিনটি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ডক্টরস ডে হিসাবে পালন করিলেই চলিবে না। চিকিৎসকদের একাংশের মধ্যে বর্তমানে ব্যবসায়িক মানসিকতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেবা ধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় একাংশের চিকিৎসক সেবা ধর্মের কথা ভুলিয়া গিয়া বিপথে পরিচালিত হইতেছেন। আজকের এই মহৎ দিনে প্রত্যেক চিকিৎসককে আত্ম অনুসন্ধান করিতে হইবে। সমাজের প্রতি তাহাদের যে দায়বদ্ধতা রহি আছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলেই ডক্টর দিবস পালনের সঠিক মর্যাদা মিলিবে।

২৪ ঘন্টার মধ্যেই দেশের বাকি অংশে পৌঁছে যাবে বর্ষা, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস কয়েকটি রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যেই দেশের বাকি অংশেও পৌঁছে যাবে বর্ষা। এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেশের বাকি অংশে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মৌসুমী বায়ুর সক্রিয়তা আগামী ২৪ ঘন্টা উত্তর-পশ্চিমে এবং পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা পশ্চিম উপকূলে অব্যাহত থাকতে পারে।

মহারাষ্ট্র-সহ দেশের বেশ কিছু রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের কথাও জানিয়েছে আইএমডি। মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, গুজরাট, গোয়াতেও বৃষ্টি হতে পারে। আবার পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের জেলা, সিকিম, অসম, মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।

সেন্থিলকে বরখাস্ত করায় রবিকে তোপ এলানগোভানের, বললেন রাজ্যপালের কোনও অধিকার নেই

চেন্নাই, ৩০ জুন (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করেই তামিলনাড়ুর জেলবন্দি মন্ত্রী ভি সেন্থিল বালাজিকে বরখাস্ত করেছেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি। আর তা নিয়েই তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন ডিএমকে নেতা টিকেএস এলানগোভান। ডিএমকে নেতার মতে, মন্ত্রীকে বরখাস্ত করার কোনও অধিকার নেই রাজ্যপালের।

শুক্রবার সকালে ডিএমকে নেতা টিকেএস এলানগোভান বলেছেন, 'সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর অজান্তে কোনও মন্ত্রীকে অপসারণ করার অধিকার নেই রাজ্যপালের...কিন্তু এই রাজ্যপাল কখনই সংবিধানকে সম্মান করেননি। তিনি প্রতিনিয়ত সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন... শুধু অপরাধের অভিযোগে তাঁকে মন্ত্রী হিসেবে বরখাস্ত করা যাবে না। এটাই দেশের আইন।'

উল্লেখ্য, নিয়োগে দুর্নীতি ও আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগে জেলবন্দি স্ট্যালিন সরকারের মন্ত্রী ভি সেন্থিল বালাজি। বৃহস্পতিবার সেন্থিলের মন্ত্রিপদ খারিজ করে দিয়েছেন রাজ্যপাল। যা তামিল রাজনীতিতে 'নজিরবিহীন' ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনাকে ঘিরে দক্ষিণের এই রাজ্যে রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকারের সংঘাত চরমে পৌঁছল।

কোশিয়ারির সঙ্গে রবিকে তুলনা করলেন রাউত, বললেন কাউকে বরখাস্ত করা মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ার

মুম্বই, ৩০ জুন (হি.স.): তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিকে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভগৎ সিং কোশিয়ারির সঙ্গে তুলনা করলেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ নেতা সঞ্জয় রাউত। একইসঙ্গে জেলবন্দী তামিলনাড়ুর মন্ত্রী ভি সেন্থিল বালাজিকে বরখাস্ত করার জন্য আর এন রবির তীব্র সমালোচনা করেছেন সঞ্জয় রাউত। তাঁর মতে, কাউকে বরখাস্ত করা মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ার। শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'এটা ঠিক নয়, সরকার থেকে কাউকে বরখাস্ত করা মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ার। মহারাষ্ট্রেও নবাব মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, কিন্তু সরকার তাঁর পদত্যাগ নেয়নি। কিন্তু তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি যেভাবে আচরণ করেছেন, তাতে ভগৎ সিং কোশিয়ারি থেকে একধাপ এগিয়ে বলে মনে হচ্ছে। বিজেপি শাসিত নয়, এমন রাজ্যে সংবিধান লঙ্ঘন করছে।'

সত্যেন্দ্রনাথ বসু : তাঁর বিস্তীর্ণ জীবন

আহমাদ মোস্তফা কামাল

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাজের সঙ্গে পরিচয় আছে এ দেশের আঙুলে গোনা মাত্র কয়েকজন মানুষের। যদিও তাঁর নাম জানেন অনেক মানুষ, শুনেছেন যে তিনি একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। কিন্তু কী যে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু, সে সম্বন্ধে অন্ধকারেই থেকে গেছেন তাঁরা। এর কারণ কী?

কারণ হলো, যে বিষয়টি নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন বা যে তত্ত্বের জন্য তিনি বিশ্বখ্যাতি পেয়েছেন, সেটি এতই দুর্বোধ্য, জটিল আর বিমূর্ত যে বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষেও এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা কঠিন। আমরা যতই বলি না কেন, কোয়ান্টাম কণার বিন্যাস সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায়ন তত্ত্বটি তাঁরই দেওয়া এবং সে জন্যই তাঁর সম্মানে কণাগুলোর নামকরণ করা হয়েছে 'বোসন' আর একই সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে তাঁর নাম চিরদিনের জন্য গ্রোথিত হয়ে গেছে, তবু বিষয়গুলো আমাদের জন্য বিমূর্তই রয়ে যায়। আর হবেই বা না কেন? কোয়ান্টাম জগৎ আমাদের কাছে এক প্রহেলিকার মতো, বুঝে ওঠা যায় কি যায় না। বোঝার চেষ্টা করলে জগৎটা যেন আরও বেশি রহস্যময় হয়ে যায়, না বোঝার ভার আরও বেড়ে যায়। রিচার্ড ফাইনম্যান যেমন তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতার শুরুতে বলেছিলেন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব একজন নবিশের কাছে যেমন, একজন বিশেষজ্ঞের কাছেও তেমনই। প্রহেলিকাময়। সেই জগতের কণাদের বিন্যাস নিয়ে আমাদের বসু এমন একসময় কাজ করেছিলেন, যখন এর তত্ত্বীয় দিকগুলোও তত বেশি বিকশিত হয়নি। তখনো ডি ব্রগলির তরঙ্গ সমীকরণ আসেনি, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা—নীতি আসেনি, তরঙ্গ অপেক্ষক বা ওয়েভ ফাংশনের ধারণা আসেনি, ম্যাক্স বর্ণের ব্যাখ্যা আসেনি, ফার্মি-ডিরাকের সংখ্যায়ন তত্ত্ব বা পরিসংখ্যান তত্ত্ব আসেনি, শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ আসেনি। অথচ বসুর তত্ত্ব বুঝতে হলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, বিশেষ করে ওয়েভ ফাংশন বা তরঙ্গ অপেক্ষকের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

যে তত্ত্বটির জন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জগৎ—জোড়া খ্যাতি, এই প্রবন্ধে সেটি নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। তার আগে তাঁর জীবন ও কর্মের দিকে একটু নজর ফেরানো যাক। বর্ণাঢ্য জীবন ছিল তাঁর, যদিও কোনো কিছুই সহজে আসেনি তাঁর জীবনে। ১৮৯৪ সালের ১ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯০৯ সালে কলকাতার হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান আর ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি তাঁর মেধার স্ফুরণ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্সসহ স্নাতক এবং ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় দুর্দান্ত ভালো ফলাফল করার পরও সহসা সম্মানজনক কাজ জুটল না তাঁর। পাটনা কলেজে আবেদন করলেন, কিন্তু সেখান থেকে জানানো হলো, তাদের দরকার একজন দ্বিতীয় শ্রেণির এমএসসি, প্রথম শ্রেণির নয়! আবহাওয়া দপ্তরে যোগাযোগ করলেন, সেখান থেকে বলা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অতি মেধাবী ছাত্রের জন্য যোগ্যতম চাকরি তাদের দপ্তরে নেই! অতঃপর বেকারত্বের এ সময়টি তিনি কাটালেন প্রাইভেট টিউশনি করে। আসাম গৌরীপুরের জমিদারপুত্রকে পড়ানোর দায়িত্ব নিলেন তিনি। তাঁর সেই ছাত্র, প্রমথেশ বড়ুয়া পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তাঁর এই বেকার দশার অবসান ঘটল ১৯১৭ সালে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেলেন সত্যেন বসু। ১৯২০ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন তিনি এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁর চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসেবে যোগ দেন তিনি। এর তিন বছর পর ১৯২৪ সালে আইনস্টাইনের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয় তাঁর বিশ্বনন্দিত প্রবন্ধটি, এখন যা বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান বলে পরিচিত। ওই বছরই শিক্ষাছুটি নিয়ে দুই বছরের জন্য ইউরোপে যান বসু। সাক্ষাৎ করেন আইনস্টাইন, মাদাম কুরি, দ্য ব্রগলিসহ অনেক খ্যাতিমান বিজ্ঞানীর সঙ্গে। ১৯২৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। আর তাঁর জন্য সুপারিশ করেন আইনস্টাইন, লাঞ্জেভাঁ, হেরমান মার্ক, সিলভাঁ লেভির মতো নন্দিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই বিভাগের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত রাখেন সত্যেন বসু। ঢাকা ত্যাগের পর ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা বা খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই পদেই ছিলেন তিনি। এরপর তিনি দুই বছরের জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে মনোনীত করে এবং আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনাবসানের আগ পর্যন্ত তিনি নানাভাবে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৫২-৫৮ সময়কালে তিনি রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৫৮ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন, সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'বিজ্ঞান-ভাস্করম' উপাধি প্রদান করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করে ইত্যাদি।

এবার বসুর গবেষণা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আগেই বলেছি, বসুর কাজ ছিল কোয়ান্টাম কণার বিন্যাস নিয়ে। এই কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাংক, ১৯০১ সালে, কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। এই বিকিরণের শক্তি ঘনত্ব বের করার জন্য তিনি একটি সমীকরণ প্রতিপাদন করেন। সেটি এ রকম :এই সমীকরণ দিয়ে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ বর্ণালি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এক বৈপ্লবিক ধারণার প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, কৃষ্ণবস্তু থেকে শক্তির বিকিরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে হয় না, বরং গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে বুলেটের মতো বের হয়। তিনি এই শক্তিগুচ্ছের নাম দিলেন কোয়ান্টাম। ধারণাটি বৈপ্লবিক এ জন্য যে এর আগে কখনোই শক্তিকে কণারূপে কল্পনা করা হয়নি, বরং এর তরঙ্গধর্মটিই সব সময় আলোচিত হয়েছে। ১৯০৫ সালে প্ল্যাংকের এই ধারণাটি ব্যবহার করে আলোক তড়িৎ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিলেন আইনস্টাইন। তিনি জানালেন, আলো শুধু কণার কণাগুচ্ছ আকারেই থাকে না বরং একেকটি স্বতন্ত্র কণা হিসেবে বের হতে পারে এবং শূন্য মাধ্যমে একক কণা হিসেবেই চলাচল করতে পারে। আইনস্টাইন আলোক তড়িৎ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য যে সমীকরণটি প্রস্তাব করেছিলেন, সেটিকে ব্যবহার করে ভরশূন্য আলোর কণা (ফোটন) এবং ভরযুক্ত ইলেকট্রনের সংঘর্ষ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করলেন কম্পটন ১৯২২ সালে। বসু এই তিনটি তত্ত্বকেই বিবেচনায় নিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেন, প্ল্যাংকের সমীকরণে একটি অসংগতি আছে। সমীকরণের ডান দিকে যে দুটি অংশ, সেটির দ্বিতীয় অংশ থেকে শক্তির কণাধর্ম বোঝা গেলেও প্রথম অংশটি আসলে এসেছে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় তত্ত্ব থেকে, যা প্রকৃতপক্ষে তরঙ্গধর্মেরই প্রকাশ। একই সমীকরণে শক্তির দুই রূপ থাকার ব্যাপারটিই তাঁকে প্ররোচিত করল নতুন করে ভাবতে। তিনি প্রথম অংশটি প্রতিপাদন করলেন ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় তত্ত্ব ছাড়াই। শুধু তা---ই নয়, কোয়ান্টাম জগতের এই কণাগুলোর বিন্যাস কী রকম হবে, তারও প্রস্তাব করলেন বসু, তাঁর এই প্রবন্ধে।

এই প্রবন্ধটিই তিনি আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁর মতামত জানার জন্য। চিঠিতে উল্লেখ করতে ভোলেননি যে প্ল্যাংকের সমীকরণের ডান পাশের প্রথম অংশটি তিনি চিরায়ত বিদুৎ—চুম্বক তত্ত্ব ছাড়াই নির্ধারণ করেছেন। আইনস্টাইন যথার্থ কারণেই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সাইটস্রিফ ফ্যুর ফিজিক-এ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আইনস্টাইনের কাছে পাঠানোর আগে বসু প্রবন্ধটি লন্ডনের ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রেফারি সেটিকে প্রকাশের অযোগ্য বলে ফেরত পাঠান। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ, বসুর পদ্ধতি চিরায়ত পরিসংখ্যান থেকে এতটাই আলাদা যে একে এত সহজে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। চিরায়ত গতিবিদ্যায় সব বস্তুকণাই আলাদা। এমনকি তারা দেখতে একই রকমের হলেও আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে এই পৃথকত্ব নির্দেশ করা যায়। আর এ ধরনের স্বতন্ত্র কণা পরস্পরের সঙ্গে অদলবদল করলে নতুন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বসু কণার অর্থই হলো যে তারা সবাই একই রকমের এবং তাদের কোয়ান্টাম আচরণের পার্থক্য করা যায় না। দুটি বসু কণার অদলবদলে নতুন কোনো অবস্থারও সৃষ্টি হয় না। আবার বসু যে ধরনের কণার পরিসংখ্যান গণনা করেছিলেন, তা শুধু চিরায়ত কণা থেকেই আলাদা নয়, অন্য ধরনের কোয়ান্টাম কণা যেমন ইলেকট্রন বা প্রোটন থেকেও আলাদা। দুটি ইলেকট্রন কখনোই একই অবস্থায় থাকতে পারে না, অন্যদিকে অসীম সংখ্যক বসু কণাও (যেমন ফোটন) একই অবস্থায় সহাবস্থান করতে পারে।

আইনস্টাইন বসুর এ ধারণাটিকে ব্যবহার করেন পরমাণুর ক্ষেত্রেও। ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় বসু কণাগুলো ঘনীভূত রূপ লাভ করবে। এই প্রপঞ্চটিই এখন বসু-আইনস্টাইন কনডেনসেট বা ঘনীভবন নামে পরিচিত। পরীক্ষাগারে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন একাধিক বিজ্ঞানী। এই পরিসংখ্যানটিকে কেন দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল, তার কারণ হিসেবে অধ্যাপক এ এম হারুন অর রশীদ লিখেছেন: পরিসংখ্যানতত্ত্বের মূল কথা হলো সূক্ষ্ম গণনা থেকে স্থূল গণনায় আসা অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার সমষ্টি হিসেবে চিন্তা করে এই কণাগুলোর বিন্যাসের সম্ভাবনা গণনা করা এবং তা থেকে বস্তুর তাপ, চাপ ইত্যাদি ভৌত গুণ নির্ধারণ করা। চিরায়ত পদ্ধতিতে ম্যাক্সওয়েল-বোলজম্যান এটাই করেছিলেন এবং এ পদ্ধতিতে নিউটনীয় গতিবিদ্যা ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু অণু-পরমাণু আর বস্তুকণার জগতে নিউটনীয় গতিবিদ্যা অচল। সুতরাং ওই জগতের পরিসংখ্যানও ভিন্ন হতে বাধ্য। তাই কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা আবিষ্কারের আগে কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান ঠিক উল্টোভাবে হয়েছে। অর্থাৎ বসু এবং আইনস্টাইন কোয়ান্টাম জগতের স্থূল গণনাপদ্ধতি অনুপ্রাণিত অনুমানের সাহায্যে আবিষ্কার করেছেন (১৯২৪-২৫)। তারপর হাইজেনবার্গ, শ্রোডিঙ্গার এবং ডিরাক কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা আবিষ্কার করেছেন (১৯২৫-২৬)। সবশেষে ডিরাক ১৯২৬ সালে কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের মূল কথাটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

এখন আমরা জানি, প্রকৃতির বস্তুকণা দুই ধরনের, এক ধরনের বস্তুকণা পাউলির বর্জন নীতি মানে না এবং তারা যেকোনো কোয়ান্টাম অবস্থায় যেকোনো সংখ্যায় পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে। এরা বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে এবং এই ধরনের কণাগুলোর তরঙ্গ অপেক্ষক প্রতিসাম্যের। এদের সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামানুসারে বোসন বলে ডাকা হয়। যেমন ফোটন, মেসন ইত্যাদি। অন্য ধরনের কণাগুলো পাউলির বর্জননীতি মেনে চলে, ফলে কোনো একটি শক্তিস্তরে বা কোয়ান্টাম অবস্থায় একটির বেশি কণা থাকতে পারে না। এরা ফার্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান মেনে চলে এবং এদের তরঙ্গ অপেক্ষক বিপ্রতিসাম্যের। এই দ্বিতীয় ধরনের কণাগুলোকে বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নামানুসারে ফার্মিয়ন বলে ডাকা হয়। এভাবে বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান তত্ত্বের বদৌলতে প্রকৃতির কিছু মৌলিক কণার নামকরণ করা হলো সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে, আর পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর নামও চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। কারণ, যত দিন এই কণাগুলো থাকবে, তত দিন থাকবে তাঁর নামও। এবং আমরা জানি, সহসা এই কণাগুলো বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাই তাঁর নামও রয়ে যাবে চিরভাস্বর হয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে শুধু এই একটি প্রবন্ধই লিখেছিলেন, তা নয়। আমি তাঁর ২৩টি প্রবন্ধের খোঁজ পেয়েছি, যেগুলোর সবই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানটি এতটাই আলোচিত এবং পরিচিত তত্ত্ব যে বসুর প্রসঙ্গ উঠলেই এ প্রবন্ধটির কথা বিশেষভাবে উঠে আসে। তবে কেবল গবেষক বসুর কথা বললে তাঁর সম্পূর্ণটুকু বলা হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকেন, তাঁরা সাধারণত উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে নিজের পেশাগত জীবনকে নিশ্চিত করেন। তিনি সেই প্রচলিত পথে হাঁটেননি। বিদেশে গিয়েছেন, বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করেছেন, অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ডিগ্রি লাভের চেষ্টা করেননি। কেন করেননি, সেই রহস্য আর কোনো দিনই জানা যাবে না। তাঁর কি ঋষীদের মতো বৈরাগ্য ছিল, ছিল উদাসীনতা? তা—ও তো মনে হয় না। তিনি তো বিপুলভাবে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন গবেষণায়, শিক্ষকতায়, সামাজিকতায়। গবেষণায় শুধু নিজেই যুক্ত থাকেননি, যুক্ত করেছেন আরও অনেককে।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণার একটা ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন আর অচিরেই সেটিকে পরিণত করে তুলেছিলেন ঐতিহ্যে। দারুণ উদ্দীপনাময় এক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে তিনি তরুণ সহকর্মীদের ভেতরে জাগিয়ে তুলেছিলেন নতুন জ্ঞান জানা এবং সৃষ্টির আগ্রহ। রঞ্জনরশ্মির কেলাসতত্ত্ব, রমনপ্রক্রিয়া, চৌম্বকত্ব বর্ণালি, বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা তাঁর উদ্যোগেই শুরু হয়। এমনকি রসায়নশাস্ত্রের কিছু গবেষণার দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। শুধু গবেষণা নয়, শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম।

কাজী মোতাহার হোসেনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, সেই ব্রিটিশ আমলেই তিনি শ্রেণিকক্ষে বাংলা ভাষায় পড়াতে শুরু করেছিলেন এবং অন্যদেরও বাংলায় পড়ানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ, বাংলা সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি তাঁর প্রতিভাকে নানা দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা পরিচয় এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রকাশ করেছেন, বাংলায় বই লিখতে কাজী মোতাহার হোসেনকে উতাহ দিয়েছেন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, স্বাধীনতাসংগ্রামী বিপ্লবীদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন। বিজ্ঞান তো নিত্য সহচর, কিন্তু তিনি আগ্রহভরে সংগীত, সাহিত্য ও শিল্পকলার নানা শাখার রসসুধাও পান করেছেন। অনেক দিন আগে আলবিরুনি একটা কথা বলেছিলেন, 'প্রভু, আমি দীর্ঘ জীবন চাই না, আমাকে একটা বিস্তীর্ণ জীবন দিন।' সত্যেন্দ্রনাথ বসুরও ছিল বিস্তৃত জীবন। নিজেকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নানা দিকে, নানা কাজে, নানা চিন্তায়। একটা বিপুল কর্মমুখর জীবন যাপন করে ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি অনন্তলোকে পাড়ি দেন, আর আমাদের জন্য রেখে যান একটি বিস্তীর্ণ জীবনের আদর্শ ও উদাহরণ।

গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড

পঞ্চায়েতের ভূমিকা কি শ্রমিক-কল্যাণ, শ্রম উন্নয়নে? বড় বড় শিল্প, মাঝারি কলকারখানা, শহরকেন্দ্রিক পরিষেবা ক্ষেত্রের বাইরে রয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতির এক বিস্তৃত জগত সেখানে রয়েছেন খেতমজুর, দিনমজুর, নির্মাণ শ্রমিক, পাথর বা খড়ির খাদান, ইটভাটা, মাছের ভেড়ি, যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকেরা।

রয়েছেন গৃহকেন্দ্রিক উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল শিল্পের কর্মীরা, যাঁরা কেউ বিড়ি বাঁধেন, কেউ জরি-চুমকি বসান কাপড়ে। গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড এই মানুষগুলোর জীবিকার নিরাপত্তার বিষয়ে স্থানীয় সরকার, অর্থাতপঞ্চায়েতের ভূমিকা কী?

প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে খুঁজলে দেখা যায়, শ্রমিক কল্যাণে, শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষায় তেমন কিছু করার সংস্থান নেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার। সংবিধানের একাদশ তফসিলের অন্তর্গত ২৯টা বিষয় পঞ্চায়েতের কাজের জন্য নির্ধারিত, তার মধ্যে কোথাও শ্রমিক বা শ্রম বিষয়ক কোনও ক্ষেত্র নেই। সেই জন্যই পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদে কোথাও শ্রম বা শ্রমিক বিষয়ক কোনও সমিতি নেই, নেই ”শ্রম কর্মাধ্যক্ষ” পদ। ফলে শ্রমিকের ভালমন্দ পঞ্চায়েতের কাছে গুরুত্ব পায় না। অথচ, করার ছিল অনেক কিছু। গ্রামসমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল খেতমজুর। ন্যূনতম মজুরি আইন ছাড়া তার কল্যাণে আর কোনও শ্রম আইন নেই, আর সেই আইন রূপায়ণে সরকারি তরফে কোনও উদ্যোগ করা হয় না। খেত-মালিকের থেকে উপযুক্ত মজুরি প্রায়ই মেলে না, মেয়েদের সমান খাটিয়েও কম মজুরি দেওয়া প্রায় নিয়মে পরিণত। খোদ সরকারি কাজেও ন্যূনতম মজুরি প্রায়ই মেলে না। এই আইন রূপায়ণের দায়িত্বে থাকেন ব্লক স্তরের আধিকারিক ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক। তাঁর উপর পঞ্চায়েতের কোনও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেই। অনেক ব্লকে পরিদর্শকের পদ শূন্য। যাঁরা আছেন, তাঁরাও বেশির ভাগ সময়ই ব্লক অফিসে বিডিও-র দেওয়া অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। এর সঙ্গে রাজনৈতিক চাপ, দুর্নীতি, এ সব তো আছেই।

এতে শ্রমিকের কতটা ক্ষতি হয়? অর্থনীতিবিদ অজিত নারায়ণ বসু রাজ্য সরকারের তথ্য থেকে দেখেছিলেন, নব্বইয়ের দশকে প্রত্যেক বছর ন্যূনতম মজুরির চেয়ে দৈনিক তিন থেকে আট টাকা কম পেয়েছেন দিনমজুররা। সেই হিসাবে দশ বছরে সাত হাজার কোটি টাকারও বেশি ঘাটতি হয়েছে শ্রমিকদের আয়ে। ওই সময়ে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণের বিভিন্ন প্রকল্পে মোট যত টাকা খরচ হয়েছে, তা ওই মজুরি ঘাটতির ২৬ শতাংশেরও কম। আজ এই মজুরি ঘাটতির অঙ্কটা আরও বেড়েছে, এবং হিসাব করলে সম্ভবত দেখা যাবে, অনুদান বাড়া সত্ত্বেও মজুরি ঘাটতির অঙ্কের সঙ্গে তার ফারাক কমেনি, বরং বেড়ে থাকতে পারে।

রাজ্যে আছে প্রায় কুড়ি লক্ষ বিড়ি শ্রমিক, আরও কয়েক লক্ষ পাথরখাদান, ইটভাটা, নির্মাণ কাজে যুক্ত শ্রমিক, যাঁরা বেশির ভাগই পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। এঁদের একটা বড় অংশ সিলিকোসিস, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যানসার ইত্যাদি পেশাগত রোগে আক্রান্ত। অথচ ডাক্তার শংসাপত্রে তাঁদের অসুখকে "পেশাগত রোগ" বলে লিখে না দিলে শ্রমিক চিকিতা ও ক্ষতিপূরণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। নিয়োগকারী সংস্থার ডাক্তার প্রায়শই অসুখটিকে "পেশাগত রোগ" বলেন না। ব্লক হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিতকরা কি পঞ্চায়েতের মধ্যস্থতায় এই আক্রান্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দিতে পারেন না? এ রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সাড়ে চার দশক পার করে ফেলল, অথচ শ্রমিক-কল্যাণে এই সামান্য উদ্যোগের কথা আজও ভাবা হল না। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে "উৎর্ষ বাংলা" প্রকল্পকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কিন্তু এই বিষয়ক জেলা কমিটিতে জেলা পরিষদের কোনও জায়গা জোটেনি। অথচ, পঞ্চায়েতের কাজের তালিকার মধ্যে কিন্তু কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের বিষয়টা রয়েছে। পঞ্চায়েতকে এলেবেলে করে রাখলে প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য মার খেতে পারে। কারণ, যে শ্রমিকদের বস্তুত প্রশিক্ষণের দরকার, যাঁদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নততর জীবিকা খুঁজে নেওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক, তেমন উপভোক্তা শ্রমিকদের চিহ্নিত করা কঠিন হবে। নেতা বা আধিকারিকদের ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তিই সরকারি প্রশিক্ষণে নাম লেখাবেন। এ সব প্রকল্পের বাজেটে বরাদ্দও অপ্রতুল ।গ্রামের দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষের চোখ দিয়ে দেখলে গোটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকেই একটা মৌলিক প্রশ্নের মুখে দাঁড়াতে হবে। তা হল, পঞ্চায়েত কি আদৌ স্বশাসনের ইউনিট, না কি অনুদানের এজেন্ট? শ্রমিকের উন্নতির প্রশ্নে জড়িয়ে আছে অধিকারের রাজনীতি, স্বনির্ভরতার দর্শন। উন্নয়নমূলক কাজের দায় পঞ্চায়েতের উপর চাপানো হলেও, নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ রয়ে গিয়েছে রাজ্য প্রশাসনের হাতে। প্রশাসনিক কর্তাদের চোখে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত এক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নয়, আর পাঁচটা সরকারি দফতরের মতো জেলা, ব্লক ও গ্রামের স্তরে কিছু দফতর, যা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কার্যসূচি ও নির্দেশ অনুসারে চলবে, তার বেশি কিছু নয়। আর তাই পঞ্চায়েত অনুদান বিলি করে যদিও বা দুর্দশাগ্রস্তকে কিছু সহায়তা পৌঁছে দেয়, অধিকারের প্রশ্নে সে থেকে যায় স্থিতাবস্থার পূজারি। সেই অধিকারহীন উন্নয়নের মঞ্চে শ্রম-নির্ভর গ্রামবাসী ব্রাত্যই থেকে গেলেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

১ জুলাই বার্ষিক অমরনাথ যাত্রার সূচনা, ৬২ দিনের তীর্থযাত্রার সমাপ্তি এই বছরের ৩১ আগস্ট

শ্রীনগর, ৩০ জুন (হি.স.): বছরভর প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে শনিবার, চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হচ্ছে শনিবার, ১ জুলাই থেকে। ৬২ দিনের তীর্থযাত্রা চলবে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁও এবং গান্ডেরওয়াল জেলার বালতাল থেকে অমরনাথ যাত্রা শুরু হবে ১ জুলাই। তীর্থযাত্রা ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। অমরনাথ যাত্রা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, শুক্রবার ভোরে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁও এবং গান্ডেরওয়াল জেলার বালতালের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন অমরনাথ যাত্রা পুণ্যার্থীদের প্রথম ব্যাচ। জম্মু বেস ক্যাম্প যাত্রী নিবাস থেকে অমরনাথ যাত্রা তীর্থযাত্রীদের প্রথম ব্যাচকে পতাকা দেখিয়ে রওনা করেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা।

এবারের অমরনাথ যাত্রায় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের বিষয়টিকেও অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ডিআরডিও-র দ্বারা নির্মিত হাসপাতালে ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করা হয়েছে, এই হাসপাতাল থাকার ফলে জরুরি সময়ে চিকিৎসা সুবিধা পাবেন পুণ্যার্থীরা। বালতাল এবং চন্দনওয়ারি হাসপাতালগুলিকে সর্বাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়েছে।

পাশাপাশি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনটিসিপি)-র অধীনে অমরনাথ যাত্রাকে তামাকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আবার পুণ্যার্থীদের খাবার নিয়ে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অমরনাথ তীর্থযাত্রা পরিচালন বোর্ড। কোন কোন খাবার নেওয়া অথবা খাওয়া যাবে না, তার একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। ফাস্ট ফুড, নরম পানীয়, জিলিপি, হালুয়ার মতো মিষ্টি, পুরী এবং ছোলা ভাটুরার মতো তৈলাক্ত খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অমরনাথ বোর্ড। পুণ্যার্থীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই এই ধরনের খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তাঁরা।

আরও দায়িত্ব বাড়ল অতিশীর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): আরও দায়িত্ব বাড়ল দিল্লির মন্ত্রী অতিশীর। এবার দিল্লি সরকারের অর্থ, রাজস্ব ও পরিকল্পনা বিভাগের অতিরিক্ত পোর্টফোলিও তাঁর কাঁধে অর্পণ করা হয়েছে। দিল্লির শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি এবার অর্থ, রাজস্ব ও পরিকল্পনা দফতরের দায়িত্বও সামলাবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘনিষ্ঠ অতিশী।

দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা ইতিমধ্যেই অনুমোদন দিয়েছেন। আর তাই দিল্লি সরকারের অর্থ, রাজস্ব ও পরিকল্পনা বিভাগের অতিরিক্ত পোর্টফোলিও ন্যাস্ত হল অতিশীর কাঁধে। এই তিনটি দফতরই আগে মন্ত্রী কৈলাশ গেহলটের হাতে ছিল।

উধমপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পুলিশের গাড়ি

উধমপুর, ৩০ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের একটি গাড়ি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি অমরনাথ যাত্রা নিরাপত্তা কনভয়ের অন্তর্গত একটি গাড়ি ছিল। এই গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিএসপি ও ৩ জন পুলিশ কর্মী। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উধমপুর জেলায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের ওপর বালি নাল্লাহর কাছে।

উধমপুরের এসএসপি ডাঃ বিনোদ কুমার বলেছেন, শুক্রবার সকালে উধমপুর জেলায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের ওপর বালি নাল্লাহর কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অমরনাথ যাত্রা নিরাপত্তা কনভয়ের অন্তর্গত একটি গাড়ি। এই গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিএসপি ও ৩ জন পুলিশ কর্মী। তাঁদের উধমপুরের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে ফের চড়বে পারদ

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.): বঙ্গে বর্ষা ঢুকেছে দেরিতে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর অবস্থান করা নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে চলছে বৃষ্টি। আগামী দুই-তিন দিন একই আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে সঙ্গে বাড়বে তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিনে আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা, পূর্বাভাস আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। শুক্রবার সকাল থেকে ফের রোদের দেখা মিলেছে, মাঝেমধ্যেই আবার মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে সূর্য। তবে, উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি। অন্যান্য জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। একইসঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং বীরভূমে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তর প্রদেশের বান্দায় ট্রাকে ধাক্কা বেপরোয়া গাড়ির, মৃত্যু ৬ জনের, আহত দুই

বান্দা, ৩০ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলায় ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এছাড়াও দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারে। ওই গাড়িতে মোট ৮ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৫ জনের দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। একজনের মৃত্যু হয় হাসপাতালে। বাকি দু''জনের চিকিৎসা চলছে।

বান্দার জেলাশাসক দূর্গা শক্তি নাগপাল বলেছেন, দ্রুতগামী একটি গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। গাড়িটিতে ৮ জন ছিলেন, দুর্ঘটনাস্থলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়। একটি কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি ৩ জনের মধ্যে একজন মারা গিয়েছে এবং বাকি দু''জনের অবস্থা গুরুতর। তাঁদের একটি সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল ইম্ফল, কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল সেনা; মইরাং গেলেন রাহুল গান্ধী

ইম্ফল, ৩০ জুন (হি.স.): হিংসাত্মক ঘটনা থামছেই না মণিপুরে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আবার নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল। ইম্ফলের কেন্দ্রস্থলে জড়ো হওয়া ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল সেনা। সেনা সূত্রে খবর, মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় গুলির আঘাতে নিহত এক প্রাক্তন নৌসেনা কর্তাকে শ্রদ্ধা জানাতে ইম্ফলে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়েছিলেন। জমায়েতের নেতৃত্ব ছিলেন মহিলারা। প্রথমে ওই অফিসারের দেহ ইম্ফলের জনবহুল খোয়াইরামবন্দ বাজারে আনা হয়। পরে মৃতদেহটি মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের বাসভবনের সামনে দিয়ে মিছিল করে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয় উন্মত্ত জনতা। পুলিশ যাতে তাদের গ্রেফতার করতে না পারে, তাই রাস্তার মাঝে টায়ারও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এর পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সেনা এবং পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ছোড়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ওই নৌসেনা কর্তার দেহ 'জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স'-এর মর্গে পাঠানো হয়। এই মুহূর্তে হিংসাদীর্ণ মণিপুরে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার সকালে তিনি মইরাং পৌঁছন। সেখানে গিয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। মণিপুরের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কেশম মেঘচন্দ্রের মতে, রাহুল গান্ধী ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরে, তিনি ইম্ফল ফিরে আসবেন এবং ১০ জন সমমনোভাবাপন্ন দলের নেতা, ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল (ইউএনসি) নেতা এবং সুশীল সমাজ সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবেন।

আচমকাই মেট্রোয় চড়লেন প্রধানমন্ত্রী, যাত্রীদের সঙ্গে গল্প করলেন খোশ মেজাজে

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): আচমকাই দিল্লি মেট্রোয় চড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুক্রবার সকালে মেট্রোয় চড়েন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মেট্রোয় ওঠার পর প্রত্যেকের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলতে, গল্প করতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। মোদীকে একেবারে কাছে পেয়ে খুশি প্রকাশ করেছেন যাত্রীরাও।

মেট্রোতে চড়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি, উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও। এই অনুষ্ঠান থেকেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টার, প্রযুক্তি বিভাগের ভবন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ক্যাম্পাসে নবনির্মিত একাডেমিক ব্লকের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন তিনি। প্রসঙ্গত, ১৯২২ সালের ১ মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়। বিগত ১০০ বছরে, বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে এবং এখন ৮৬টি বিভাগ এবং ৯০টি অধীনস্থ কলেজ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ৬ লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে।

রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে থাকছেন হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীই

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.): রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবারই তাঁর কর্মজীবনের শেষদিন ছিল। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত চিঠি না-আসায় প্রশাসনিক মহল খানিকটা উদ্বেগে ছিল। কিন্তু তার সঙ্গেই আশাবাদীও ছিল যে, শুক্রবার দিন শেষের আগেই ওই সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ছাড়পত্র এসে যাবে। বাস্তবেও তেমনই হল।

দ্বিবেদীর মেয়াদ বেড়ে যাওয়ার ফলে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্য প্রশাসনে কোনও রদবদল প্রয়োজন হচ্ছে না। মুখ্যসচিব পদে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর মেয়াদবৃদ্ধি হবে কি না, তা নিয়ে দোলাচলে ছিলেন তিনিও। গত কয়েকদিন তিনি সে ভাবে কারও সঙ্গে কথাও বলেননি। যাইহোক শেষপর্যন্ত তিনিই থেকে গেলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে।

এক মাসে এই নিয়ে তৃতীয়বার, মুম্বইয়ে চলন্ত ট্রেনে তরুণীকে নিগ্রহ!

মুম্বই, ৩০ জুন (হি.স.) : মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেন ক্রমেই মহিলাদের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠছে! এবার মুম্বইয়ে চলন্ত লোকাল ট্রেনে তরুণীকে নিগ্রহের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। গত ২৩ জুন রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চারনি রোড এবং গ্রান্ট রোড স্টেশনের মাঝে। এক মাসের মধ্যে পর পর তিন বার একই রকম ঘটনা ঘটনায় ট্রেনে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রেল পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৮ জুন এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের খোঁজ চালানো হয়। ওই দুই স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। মুম্বই সেন্ট্রাল রেলওয়ে থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪-এ ধারায় একটি এফআইআরও দায়ের হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৩ জুন রাতে চারনি রোড স্টেশন থেকে চার্চগেটগামী ট্রেনে উঠেছিলেন তরুণী। ট্রেনটি ছাড়ার মুহূর্তেই এক যুবক ওঠেন ওই কামরায়। অভিযোগ, ট্রেনটি চারনি রোড ছাড়ার পর থেকেই তরুণীকে নানা রকম অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে উত্যক্ত করতে থাকেন।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে ৪৪; সক্রিয় রোগী সংখ্যা নিরন্তর নিম্নমুখী, ফের মৃত্যু হয়নি কারও

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আপাতত নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪৪ জন। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৫৩৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯০৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬০,৭৫০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,২৯৬ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩৮,৪৬১ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৯ জুন সারা দিনে ভারতে ৩৭,৪৫১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ইডি-র সমনে সাড়া দিলেন সায়নী, সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.): এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র সমনে সাড়া দিলেন টলিউড অভিনেত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে তলব করেছিল ইডি। সেই তলবে সাড়া দিয়ে শুক্রবার কলকাতায় ইডির সদর দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে উপস্থিত হয়েছেন যুব তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী তথা অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। গত মঙ্গলবার তৃণমূল যুবনেত্রীকে ইডি-র তরফে নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, শুক্রবার কলকাতায় ইডির সদর দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে বেলা ১১টার মধ্যে হাজির হতে হবে সায়নীকে। কিন্তু তার পর থেকেই 'উধাও' ছিলেন যুব তৃণমূল নেত্রী। তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বিক্রমগড়ের বাড়িতেও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সায়নীর ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়া প্রসঙ্গে কুলুপ এঁটেছিল শাসক দলও। অবশেষে শুক্রবার নির্ধারিত সময়েই ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন সায়নী।

তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত রাষ্ট্রপতির : মনীশ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত। এমনই দাবি করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন মনীশ তিওয়ারি। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের সঙ্গে পরামর্শ না করেই তামিলনাড়ুর জেলবন্দি মন্ত্রী ভি সেন্থিল বালাজিকে বরখাস্ত করেছেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি।

আর তা নিয়েই তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি। শুক্রবার সকালে মনীশ তিওয়ারি বলেছেন, 'তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত রাষ্ট্রপতির। যে রাজ্যপাল নিজের সীমা জানেন না।

রাজ্যপালের এমন অসাংবিধানিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত হয়নি। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে তাঁর সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞান নেই এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত নন।'

১৭-তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের উদ্বোধন ১ জুলাই

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১ জুলাই, শনিবার ১৭-তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের উদ্বোধন করবেন। দিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজিত হচ্ছে ১৭-তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেস অনুষ্ঠান, অমৃতকালের থিমে এই সম্মেলন চলবে দু''দিন ধরে। ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এনসিইউআই) দু''দিনের এই সম্মেলনের আয়োজন করছে। এই সম্মেলনের পৌরহিত্য করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ।

সমবায় মন্ত্রকের মতে, ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হল-সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করা, সফল সমবায়ের দ্বারা গৃহীত সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি প্রদর্শন করা এবং সমবায় বিশ্বের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা।

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে রেল মন্ত্রকে ৭ শতাধিক এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলেও এধরনের এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন বা ট্রেডের জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ৭ জুলাই-এর মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৭ জুলাই। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৬-০৬-২০২৩-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - পী/ এন.জি.পী/ আর.সিটি/ ২০২৩/ ১০, তারিখ ৬ জুন, ২০২৩। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — নাগপুর ডিভিশনে ক্রমিক নং (১) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ৬২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৫টি। এসসি ৯টি, এসটি ৫টি, ওবিসি ১৭টি, ইডব্লিওএস ৬টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৬টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ কার্পেন্টার, শূন্যপদ ৩০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১২টি। এসসি ৫টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৮টি, ইডব্লিওএস ৩টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ওয়েল্ডার, শূন্যপদ ১৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ সি.ও.পি.এ বা কোপা, শূন্যপদ ১১৭টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৬টি। এসসি ১৮টি, এসটি ৯টি, ওবিসি ৩২টি, ইডব্লিওএস ১২টি পদ সংরক্ষিত। ৫টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ২০৬টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৩টি। এসসি ৩১টি, এসটি ১৫টি, ওবিসি ৫৬টি, ইডব্লিওএস ২১টি পদ সংরক্ষিত। ৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ)/ সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ২০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি। এসসি ৩টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৫টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি), শূন্যপদ ১০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৩টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ঃ প্লাম্বার, শূন্যপদ ২২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৯টি। এসসি ৩টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৬টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ পেইন্টার, শূন্যপদ ৩২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩টি। এসসি ৫টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৯টি, ইডব্লিওএস ৩টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১০) ঃ ওয়ারম্যান, শূন্যপদ ৪০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬টি। এসসি ৬টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১১টি, ইডব্লিওএস ৪টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১১) ঃ ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, শূন্যপদ ১২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৩টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১২) ঃ ডিজেল মেকানিক, শূন্যপদ ৭৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩০টি। এসসি ১১টি, এসটি ৬টি, ওবিসি ২০টি, ইডব্লিওএস ৮টি পদ সংরক্ষিত। ৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৭টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে মেশিনিস্ট, টার্নার, গ্যাস কাটার, ক্যাবল জয়েন্টার ইত্যাদি পদের বিস্তারিত যেমন, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১৮৩ জন অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক হিসেবে সুপরিচিত পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিএ, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে বিশেষ বিভাগে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে ১৮৩ জন নিয়োগ হচ্ছে পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক 'পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে' চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০৩-২০২৩-এর হিসেবে ২৫ থেকে ৩৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৪০ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৮ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। যেমন, মোট ১৮৩টি শূন্যপদের মধ্যে ৯৭টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত হিসেবে। এছাড়া, ২১টি এসসি, ৮টি এসটি, ৪২টি ওবিসি এবং ১৫টি পদ ইডব্লিওএস অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি, পিজি অথবা সিএ পাশ হতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও নম্বরেরও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আবেদনের আগে বিজ্ঞপ্তির পুরোটা দেখে নেবেন। তবে ব্যাঙ্ক, পিএসইউ, কর্পোরেট সেক্টর, নন্ ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি ইত্যাদি যে-কোনও সেক্টরে নির্দিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক বছর ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। শূন্যপদগুলি হলো — ক্রমিক নং ০১ ঃ পদের নাম - আইটি অফিসার ঃ শূন্যপদ ২৪টি। এর মধ্যে এসসি - ৩, এসটি - ১, ওবিসি - ৬, ইডব্লিওএস - ২টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ১২টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ০২ ঃ পদের নাম - রাজভাষা অফিসার ঃ শূন্যপদ ২টি। পদগুলো অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ০৩ ঃ পদের নাম - সফটওয়্যার ডেভেলপার ঃ শূন্যপদ ২০টি। এর মধ্যে এসসি - ৩, এসটি - ১, ওবিসি - ৫, ইডব্লিওএস - ২টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ০৪ ঃ পদের নাম - ল্ ম্যানেজার ঃ শূন্যপদ ৬টি। এর মধ্যে ওবিসি - ১ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৫টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ০৫ ঃ পদের নাম - চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ঃ শূন্যপদ ৩০টি। এর মধ্যে এসসি - ৪, এসটি - ২, ওবিসি - ৮, ইডব্লিওএস - ৩টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৩টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ০৬ ঃ পদের নাম - আইটি ম্যানেজার ঃ শূন্যপদ ৪০টি। এর মধ্যে এসসি - ৬, এসটি - ৩, ওবিসি - ১০, ইডব্লিওএস - ৪টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৭টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ০৭ ঃ পদের নাম - সিকিউরিটি অফিসার ঃ শূন্যপদ ১১টি। এর মধ্যে এসসি - ১, ওবিসি - ২, ইডব্লিওএস - ১টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৭টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ০৮ ঃ পদের নাম - রাজভাষা অপিসার - টু ঃ শূন্যপদ ৫টি। এর মধ্যে ওবিসি - ১টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ০৯ ঃ পদের নাম - ডিজিটাল ম্যানেগার ঃ শূন্যপদ ২টি। পদগুলো অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১০ ঃ পদের নাম - ফরেক্স অফিসার ঃ শূন্যপদ ৬টি। এর মধ্যে এসসি - ১, ওবিসি - ২, ইডব্লিওএস - ১টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১১ ঃ পদের নাম - মার্কেটিং অফ রিলেশনশীপ ম্যানেজার ঃ শূন্যপদ ১৭টি। এর মধ্যে এসসি - ৩, এসটি - ১, ওবিসি - ৬, ইডব্লিওএস - ২টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৫টি অসংরক্ষিত। এভাবে টেকনিক্যাল অফিসার, রিস্ক ম্যানেজার, ট্রেজারি ডিলার, ইকোনোমিস্ট অফিসার ইত্যাদি পদের বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স (বহিঃরাজ্য, স্বাস্থ্য বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ২৮৭৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি (নার্সিং), জিএনএম পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, লীড (সাই),**
শূন্যপদ ঃ ৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র একাউন্ট্যান্ট (আই.আই.টি),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল দপ্তর),**
শূন্যপদ ঃ ৭৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেড কনস্টেবল, মিডওয়াইফ (আইটিবিপি),**
শূন্যপদ ঃ ৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, এএনএম পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কমিউনিটি হেলথ অফিসার (বহিঃরাজ্য, স্বাস্থ্য বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ১৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি নার্সিং, পোস্ট বেসিক বিএসসি নাসিং পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি, এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন-টিচিং স্টাফ (এনআইটি)**
শূন্যপদ ঃ ৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ডেটা সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার (আরবিআই)**
শূন্যপদ ঃ ৬৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১৮৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিএ, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, এটেন্ড্যান্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ২৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, এটেন্ড্যান্ট (মেডিকেল কলেজ),**
শূন্যপদ ঃ ২০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ২৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০০০--০--০--০

কর্পোরেট সেক্টরে ৫০০ ট্রেনিং দিয়ে চাকরি অনলাইনে আবেদন, পরীক্ষায় নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে ট্রেনি বা এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা কয়েক হাজার হলেও এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে লিগনাইট কর্পোরেশনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমাপাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — বহিঃরাজ্যে লিগনাইট কর্পোরেশনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি হিসেবে ৫০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কর্পোরেট সেক্টরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৬-২০২৩-এর হিসেবে ১৮-৩৭ বছরের মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ থাকবে। আসন সংখ্যা বা শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, ক্যারিয়ার ট্যাব লিঙ্কে। নিয়োগ হবে এপ্রেন্টিস বা ট্রেনি (সংশোধন) অ্যাক্ট অনুসারে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৮ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৮ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট (যা যা প্রয়োজন) ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি ইন্টারভিউর বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউর বা সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। দরখাস্তের একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ট্রেড অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, ট্রেনিংয়ের সময়সীমা, আসন সংখ্যা ইত্যাদি হলো —

গ্রুপ-এ ঃ ক্রমিক নং (১) ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি (স্পেশালাইজড মাইনিং ইকুইপমেন্ট অপারেশনস্) ঃ শূন্যপদ ২৩৮টি। ট্রেনিং-এর সময়কাল ৩ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে ৩ বছরের ডিপ্লোমা ইজিনিয়ারিং কোর্সে পাশ হতে হবে। সাম্মানিক স্টাইপেন্ড ১ম বছর প্রতি মাসে ১৮,০০০ টাকা। ২য় বছর প্রতি মাসে ২০,০০০ টাকা। ৩য় বছর প্রতি মাসে ২২,০০০ টাকা। বয়স ০১-০৬-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮-৩৭ বছর। ওবিসি-দের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ৪০ বছর, এসসি/ এসটি-দের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ৪২ বছর। ক্রমিক নং (২) ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি (মাইনস্ এন্ড মাইনস্ সাপোর্ট সার্ভিসেস) ঃ শূন্যপদ ২৬২টি। ট্রেনিং-এর সময়কাল ৩ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আইটিআই - ফিটার অথবা টার্ণার অথবা ইলেকট্রিশিয়ান অথবা ওয়েলডিং অথবা এমএমভি অথবা ডিজেল মেকানিক অথবা ট্রাক্টর মেকানিক অথবা সিভিল অথবা ফাউন্ড্রি অথবা ক্যাবল জয়েন্টিং ট্রেড নিয়ে পাশ হতে হবে। সঙ্গে এনএসি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। সাম্মানিক স্টাইপেন্ড ১ম বছর প্রতি মাসে ১৪,০০০ টাকা। ২য় বছর প্রতি মাসে ১৬,০০০ টাকা। ৩য় বছর প্রতি মাসে ১৮,০০০ টাকা। বয়স ০১-০৬-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮-৩৭ বছর। ওবিসি-দের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ৪০ বছর, এসসি/ এসটি-দের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ৪২ বছর। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী, প্রশিক্ষণের স্থান এবং আবেদনের পদ্ধতি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'ক্যারিয়ার ট্যাব'-এ। প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও কাগজপত্র হাতের কাছেই রাখতে হবে। ইন্টারভিউতে ডাক পেলেই সেগুলো দেখাতে হবে। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে **স্টাফ নার্স** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি (নার্সিং), জিএনএম পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* সাই বা স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় **ম্যানেজার, লীড** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* আইআইটি-তে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র একাউন্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল দপ্তরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমাপাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* আইটিবিপি-তে **হেড কনস্টেবল, মিডওয়াইফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, এএনএম পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে **কমিউনিটি হেলথ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি নার্সিং, পোস্ট বেসিক বিএসসি নাসিং পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি, এমডি, এমএস পাশ, বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এনআইটি-তে **নন-টিচিং স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* আরবিআই বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **ডেটা সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের প্যারোলের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ৩০ জুন (হি. স.) : শর্তসাপেক্ষে প্যারোলের মেয়াদ বাড়ল 'কালীঘাটের কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র'র। শুক্রবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই নির্দেশ দেন। কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, ১৬ জুলাই পর্যন্ত তিনি প্যারোলে থাকতে পারবেন। ১৭ জুলাই তাঁকে প্রেসিডেন্সি কারা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

শর্তসাপেক্ষে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর প্যারোলের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। স্ত্রীর মৃত্যুতে জামিনের আবেদন করে এর আগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। সেই আবেদনেরও শুনানি হয়েছিল বিচারপতি ঘোষেরই এজলাসে। তবে জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন তিনি। এরপরই জেল কর্তৃপক্ষ প্যারোলে তাঁকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেয়। তার সময়সীমা ছিল ৩ দিন। শুক্রবার তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। এরইমধ্যে হাইকোর্ট প্যারোলের সময়সীমা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। ১৬ জুলাই পর্যন্ত প্যারোলে থাকতে পারবেন তিনি। তবে বেশ কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে এই সুযোগ তিনি পাবেন। ১৭ জুলাই তাঁকে যথারীতি প্রেসিডেন্সি কারা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে হবে। সুজয়কৃষ্ণের সঙ্গে ২৪ ঘণ্টার জন্য একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদমর্যাদার ইডি অফিসার থাকবেন। সঙ্গে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাও থাকবে। স্ত্রীর পারলৌকিক কাজের জন্য সুজয়কৃষ্ণকে যদি বাড়ির বাইরে যেতে হয় তা হলে তা বাড়ি থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে হতে হবে।

অর্থাৎ স্ত্রীর কাজের জন্য তিনি যদি কোনও মন্দির বা অন্য কোথাও যেতে চান, বাড়ি থেকে দূরত্ব হতে হবে ১০ কিলোমিটার। সেখানে যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে জানাতে হবে ইডিকে।

যে সময় তিনি প্যারোলে থাকছেন, সর্বক্ষণের গতিবিধি থাকবে নজরদারিতে। কখন তিনি কী করছেন, কার সঙ্গে কথা হচ্ছে সবটাই নজরে থাকবে। এমনকী রেজিস্টারও রাখতে হবে আধিকারিকদের সঙ্গে। তাতেই লেখা থাকবে পুঙ্খানুপুঙ্খ। একইসঙ্গে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ির সামনে কোনওরকম ভিড় করা যাবে না বলেও নির্দেশ হাইকোর্টের।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হন 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। গত ২৬ জুন রাতে হার্ট অ্যাটাকে প্রয়াত হন সুজয়কৃষ্ণের স্ত্রী বাণী ভদ্র। এদিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কালীঘাটের কাকু ইডির হাতে ধৃত। জেল হেফাজত হয়েছে তাঁর। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর শেষকৃত্যে যোগ দিতে চেয়ে আবেদন জানান। জামিন চেয়েছিলেন তিনি। তবে তা নামঞ্জুর হয়। পরবর্তীতে প্যারোলে জেল থেকে বেরোনোর অনুমতি পান তিনি।

বীরভূমে আরও ১৪ কর্মীকে সাসপেন্ড তৃণমূলের

বীরভূম, ৩০ জুন (হি. স.) : বীরভূমে আরও ১৪ জন কর্মীকে দল থেকে সাসপেন্ড করার কথা জানাল তৃণমূলের জেলা কোর কমিটি। শুক্রবার বোলপুরের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে ১৪ জন 'বিক্ষুব্ধ'কে সাসপেন্ড করার বিষয়টি জানানো হয়।

যাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁরা রাজনগর, খয়রাশোল, দুবরাজপুর, সিউড়ি-১, রামপুরহাট-১ এবং নলহাটি-২ ব্লকের কর্মী। এদিকে এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। তবে তাতে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। গত রবিবারও দলবিরোধী কাজকর্মের অভিযোগে জেলার ছ'টি ব্লক থেকে ৩০ জন কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১৯ জনই খয়রাশোল ব্লকের, মুরারই ব্লকের ৭ জন, সিউড়ি ১ ব্লক, রাজনগর, রামপুরহাট ২ ব্লক ও দুবরাজপুর ব্লকের ১ জন করে কর্মী ছিলেন। এর মধ্যে কয়েকজন অনুব্রত ঘনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন বলেও তৃণমূল সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। এই ৩০ জনের মধ্যে বেশ কয়েকজন নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ছেন। দলীয় নির্দেশ অমান্য করে নির্দল প্রার্থী হিসেবে পঞ্চায়েত ভোটে লড়লে বা সেই প্রার্থীর সমর্থনে কাজ করলে কড়া পদক্ষেপ করার কথা আগেই জানিয়েছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

উত্তরে ৩ জেলায় কমলা সতর্কতা, ধসের আশঙ্কা

জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন (হি. স.) : উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের কয়েক জেলাতেও ব্যাপক বৃষ্টিপাত হবে। বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি আরও বাড়বে।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। আগামী কয়েকদিন অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ৭০-২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে। প্রবল বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বেশ কিছু এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে। জলস্তর বাড়বে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, সংকোষের মতো উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে। প্রবল বৃষ্টির জেরে পার্বত্য এলাকায় কমে যেতে পারে দৃশ্যমানতা। প্লাবিত হতে পারে উত্তরবঙ্গের নিচু এলাকা।

আতিকের বাজেয়াপ্ত জমিতে নির্মিত ফ্ল্যাট দরিদ্রদের বিতরণ করলেন যোগী, মুখ্যমন্ত্রী বললেন অনন্য উদ্যোগ

প্রয়াগরাজ, ৩০ জুন (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে দরিদ্র মানুষজনের হাতে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। নিহত গ্যাংস্টার ও রাজনীতিক আতিক আহমেদের বাজেয়াপ্ত করা জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে ৭৬টি ফ্ল্যাট, সেই ফ্ল্যাটগুলির চাবিই শুক্রবার দরিদ্রদের হাতে তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি ২২৬টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন যোগী। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন বলেছেন, 'প্রয়াগরাজ থেকে আজ একটি অনন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাফিয়ার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা জমিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে নির্মিত ফ্ল্যাটের চাবিগুলি ৭৬টি পরিবারকে হস্তান্তর করা হচ্ছে... এটি সেই একই রাজ্য যেখানে ২০১৭ সালের আগে, মাফিয়ারা গরীব, ব্যবসায়ী এবং সরকারের জমি দখল করত, কিন্তু এখন মাফিয়ামুক্ত জমিতে আবাসন ইউনিট তৈরি করা হচ্ছে... আমি আজ সমস্ত কর্মকর্তাদের বলছি, নির্মাণ করুন।' উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বলেছেন, 'আমাদের সরকার সমস্ত অবৈধ দখল উচ্ছেদ করবে, সেখানে দরিদ্রদের জন্য বাড়ি তৈরি করা হবে।'

বিশাখাপত্তনমের অদূরে ওষুধ কারখানায় চুল্লি বিস্ফোরণ, গুরুতর ভাবে অগ্নিদগ্ধ দুই

বিশাখাপত্তনম, ৩০ জুন (হি. স.) : অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের অদূরে একটি ওষুধ কারখানার চুল্লিতে (রিঅ্যাক্টর) বিস্ফোরণ। এতে অন্তত দু'জনের আহত হয়েছেন।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। বিস্ফোরণের কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে কারখানা সংলগ্ন এলাকা। শুক্রবার বিশাখাপত্তনমের অদূরে আনাকাপল্লি জেলার অচ্যুতপূরম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সাহিতি ফার্মার একটি কারখানা (ইউনিট) রয়েছে। সূত্রের খবর, সেই কারখানাতেই চুল্লিতে বিস্ফোরণ হয়। কী ভাবে বিস্ফোরণ তা এখনও পরিষ্কার নয়। অকুস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। কারখানার ভিতরে অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

সালানপুরে অভিষেক, অস্থায়ী হেলিপ্যাডে চলছে ট্রায়াল

আসানসোল, ৩০ জুন (হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের প্রার্থীদের প্রচারে শুক্রবার আসানসোলের সালানপুরে রোডশো করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের এই সফর ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে।

এদিন সকালে রূপনারায়নপুর হিন্দুস্তান কেবলস মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল সহ যাবতীয় প্রস্তুতি করে পুলিশ প্রশাসন। ছিলেন জেলা তথা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। দুপুর দেড়টা নাগাদ নির্বাচনি প্রচারে আসবেন অভিষেক। তিনি যাবেন ডিএবি স্কুল মাঠে। সেখান থেকে সামডি হয়ে আমডাঙা পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার পথে রোড শো হবে বলে জানান সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ আরমান।

দুর্গাপুর ইস্পাতে ঠিকাশ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ৩০ জুন (হি. স.) : কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক ঠিকাশ্রমিকের। শুক্রবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সেইল র দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় (ডিএসপি)।

কারখানা সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম তরুণ চক্রবর্তী (৫২), দুর্গাপুর কুরুড়িয়াডাঙার বাসিন্দা। কারখানার সিভিল বিভাগের অধীনে একটি ঠিকাসংস্থার কর্মী। ঘটনায় জানা গেছে, কাজ করার সময় আচমকা পড়ে যান। সহকর্মীরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কারখানার হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করে। শ্রমিকদের অনুমান গরমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

শিলিগুড়িতে গাড়ির শোরুমে ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন (হি. স.) : শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া এলাকায় গাড়ির শোরুমে ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার ভোরে বিষয়টি নজরে আসে পথচলতি মানুষের। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় মাটিগাড়া থানায়। ঘটনাস্থলে যান পুলিশের পদস্থ কর্তারা। তাঁরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

কোচবিহারে দলের প্রার্থীদের বিনা কারণে গ্রেফতারের অভিযোগে ধর্নায় বিজেপি বিধায়করা

কোচবিহার, ৩০ জুন (হি. স.) : দলের প্রার্থীদের বিনা কারণে গ্রেফতারের অভিযোগে ধর্নায় বসলেন বিজেপি বিধায়করা। শুক্রবার কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের দফতরের গেটে ধর্নায় বসেছেন ছয় বিধায়ক।

এদিন উপস্থিত রয়েছেন বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়, মিহির গোস্বামী, মালতী রাভা, সুশীল বর্মন, নিখিল রঞ্জন দে এবং বরেনচন্দ্র বর্মন। পুলিশ ও তৃণমূল একযোগে কোচবিহারে সন্ত্রাস করছে বলে অভিযোগ তাঁদের। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে।

বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ের প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারে আসার পর পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কী বৈঠক হয়েছে? তারপরেই তারা বেছে বেছে বিজেপি প্রার্থীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, প্রার্থীদের বাড়িতে পুলিশ যাচ্ছে।'

এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদেই আজ এই ধর্না বলে জানিয়েছেন বিধায়করা। একইসঙ্গে তাঁদের হুমকি, এক ঘণ্টার মধ্যে কোচবিহার অচল করে দিতে পারেন তাঁরা। কিন্তু নির্বাচনের জন্য তাঁরা এই কাজ করছে না।

সেদিন পুলিশ সুপারের কাছে কোনও সদুত্তর না পেলে তাঁরা বড়সড়ো আন্দোলনে নামবেন বলে হুমকি দেওয়া হয়।

বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মনসুখ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার দফতরের মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্স ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কৃষি মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

তিনি পিএম-প্রনাম প্রকল্পের নানা সুবিধা ও রাসায়নিক সারের ক্ষতিকারক প্রভাব রোধে জৈব সার ব্যবহার বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার দিকগুলিও বৈঠকে তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা অনুমোদিত ৩ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজের নানা বিষয়ও ব্যাখ্যা করেছেন সার দফতরের মন্ত্রী। ন্যানো ইউরিয়া এবং সালফার কোটেড ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধার দিকগুলি রাজ্যের কৃষিজীবীদের বোঝানোর জন্য কৃষি মন্ত্রীদের অনুরোধ জানান তিনি।

নয়ডায় অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের দেহ উদ্ধার, তদন্ত শুরু পুলিশের

নয়ডা, ৩০ জুন (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় ড্রেন থেকে উদ্ধার হল অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের দেহ। শুক্রবার সকালে শহরের একটি সবুজ বেল্টের কাছে একটি ড্রেনে অজ্ঞাতপরিচয় ওই যুবকের মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। একজন পুলিশ মুখপাত্র জানিয়েছেন, সেক্টর-৬৩ থানার অন্তর্গত ব্লক জে, প্লট নং ৪০-এর সামনে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছে এবং যুবকের বয়স প্রায় ৪০ বছর বলে মনে হচ্ছে।

'শরীরে কোনও বাহ্যিক আঘাতের কোনও দৃশ্যমান চিহ্ন নেই। তার পরনে একটি কালো শার্ট এবং প্রিন্ট করা সবুজ নকশার হাফ গলা জামা ছিল। তার গলায় একটি কালো সুতো পাওয়া গেছে এবং """এসআর বান্টু""" অক্ষরটি ট্যাটু করা ছিল, তার ডান হাতে।

পুরুলিয়ায় মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু ২ নাবালকের

পুরুলিয়া, ৩০ জুন (হি. স.) : পুরুলিয়ার আড়সা থানা এলাকার ফুসড়াটাড় গ্রামে মাঠে গোরু চরাতে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হল দুই নাবালকের। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই নাবালকের নাম সনৎ বাস্কে(১৪) ও মহেশ্বর হেমব্রম(১০)। দুজনেরই বাড়ি ফুসড়াটাড় গ্রামে। মহেশ্বর মুদালি উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। সনৎ ওই বিদ্যালয়েরই অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এই ঘটনায় দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুরুলিয়া সুদর থানার পুলিশ। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর দেহ দুটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল দুপুরে ৪ বালক মাঠে গোরু চরাতে গিয়ে খেলা করছিল। খেলার সময় মাঠের অদূরে এক জায়গায় গর্ত থেকে মাছরাঙা পাখির বাচ্চা বের করার চেষ্টা করে তারা। সেই সময়ই দুই বালকের মাথায় মাটির চাঁই ধসে পড়ে। মাটির তলায় চাপা পড়ে যায় সনৎ ও মহেশ্বর। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সঙ্গে থাকা বাকি দুই বালক। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে গ্রামে খবর দেয়। দ্রুত ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীরা গিয়ে সনৎ ও মহেশ্বরকে উদ্ধার করে পুরুলিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মণিপুরের রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন রাহুল, বললেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভীষণ দরকার

ইম্ফল, ৩০ জুন (হি.স.) : মণিপুরের রাজ্যপাল অনুসুয়া উইকেই-এর সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শান্তির বার্তা নিয়ে দু""দিনের জন্য মণিপুরে গিয়েছেন রাহুল গান্ধী। সফরের দ্বিতীয় দিনে, শুক্রবার তিনি মণিপুরের রাজ্যপাল অনুসুয়া উইকেই-এর সঙ্গে দেখা করেছেন। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর রাহুল বলেছেন, 'মণিপুরে শান্তি দরকার। আমি চাই এখানে শান্তি ফিরে আসুক। আমি কয়েকটি ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছি, এসব ত্রাণ শিবিরে ঘাটতি রয়েছে, সরকারের উচিত এ জন্য কাজ করা।'

শুক্রবার সকালেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মণিপুরের মইরাং-এ একটি ত্রাণ শিবিরে পৌঁছন, যারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা ও কথা বলেন রাহুল। শোনেন তাঁদের মনের কথা। এরপরই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি।

প্রথম ভারতীয় হিসাবে দুর্গম উচিটেল শৃঙ্গ জয় করলেন পাঁচ বাঙালি পর্বতারোহী

হাওড়া, ৩০ জুন(হি.স.): পর্বতারোহণে নয়া নজির সৃষ্টি করলেন পাঁচ বাঙালি। ভারতীয় হিসাবে প্রথমবার তারা কিরগিজস্তানের মাউন্ট উচিটেলের পর্বতশৃঙ্গ জয় করলেন। বৃহস্পতিবার সকালেই পামির মালভূমির এই শৃঙ্গ জয় করেন বাংলার এই পাঁচ পর্বতারোহী।

পাঁচ পর্বতারোহীর দলে ছিলেন দেবাশিস বিশ্বাস, কিরণ পাত্র, মলয় মুখোপাধ্যায়, সৌরভ সিঞ্চন মণ্ডল ও অভিজিৎ রায়।

হাওড়া ও আসানসোলের ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই নজির গড়েছেন এই পাঁচ বাঙালি।

পাকিস্তানের জনপ্রিয় স্নুকার খেলোয়াড় মাজিদ খানের আত্মহত্যা

করাচি, ৩০ জুন(হি.স.): পাকিস্তানের জনপ্রিয় স্নুকার খেলোয়াড় মাজিদ আলি আত্মহত্যা করেছেন। পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষ এই খেলোয়াড়টি বৃহস্পতিবার (২৯ জুন) পাঞ্জাব প্রদেশের ফয়সালাবাদের কাছে সামুন্দ্রি এলাকায় নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেন। ২৮ বছর বয়সি মাজিদ করাত দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

মাজিদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে তার ভাই জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন থেকে তিনি ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন।

মাজিদের আত্মহত্যা পাকিস্তানের স্নুকার অঙ্গন নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। কারণ গত এক মাসে এই নিয়ে দুজন আন্তর্জাতিক স্নুকার খেলোয়াড়ের মৃত্যু হল।

পাণ্ডবেশ্বরে শতাব্দীর রোড-শো, ভিড় উপচে পড়ল উৎসুখ জনতার

পাণ্ডবেশ্বর, ৩০ জুন (হি.স.): বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শতাব্দী রায় শুক্রবার এলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকায়। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে এসেছেন তিনি। জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেসের পদপ্রার্থী অনুভা চক্রবর্তীর হয়ে এদিন তিনি রোড শো করেন। বহুলা অঞ্চল ও পরাশকোল এলাকায় এদিন তৃণমূলের বর্ণাঢ্য রোড শো-এর মাধ্যমে প্রচার চলে। হুড খোলা গড়িতে চড়ে সাংসদ তথা বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শতাব্দী রায় প্রচার করেন। ওই গাড়িতে শতাব্দী রায়ের পাশে ছিলেন অনুভা চক্রবর্তীও। এছাড়াও এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শতাধিক তৃণমূল নেতা, কর্মী-সমর্থকরা ওই হুড খোলা গাড়ির পাশাপাশি হেঁটে আসেন। তৃণমূল নেত্রী তথা অভিনেত্রীকে দেখতে রাস্তার দু""পাশে আমজনতা উপচে পড়ে। অভিনেত্রীর সাথে সেলফি তোলারও হিড়িক পড়ে যায়।

শোকাহত

● প্রথম পাতার পর

মহাপ্রবন্ধক রঞ্জন দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে আসেন কুমারঘাটে। এর আগেই অবশ্য বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকরা কুমারঘাটে এসে ঘাঁটি গেড়েছেন। কুমারঘাট এর বিধায়ক ভগবান দাসকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী প্রথমের নিগম কর্মকর্তাদের সঙ্গে উল্টো রথের দিনের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হয়েছেন।

এরপর বিদ্যুৎ নিগমের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে নিহতদের বাড়িতে গিয়ে তাদের পরিজনদের কথা বলেছেন। বেশ কয়েকজনের পরিজনেরা এখনো আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের খোঁজ খবরও নিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী। এদিন তিনি নিগমের তরফে নিহতদের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা করে নগদ অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। আহতদের পরিবারকে দিয়েছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ সাহায্য। কাঞ্চনপুরের জয়শ্রীতে দুই নিহতের পরিবারের কাছে নিগমের অর্থ সাহায্য নিয়ে শনিবার পৌঁছবেন মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা এবং বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকরা।

শনিবার জিবি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজ খবর নেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে বিদ্যুৎ নিগমের তরফে অর্থ সাহায্য তুলে দেবেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং নিগম কর্তারা কুমারঘাট এর ডাকবাংলোতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানিয়েছেন, কিভাবে ঘটনা হলো, এর জন্য কারা দায়ী এ বিষয়টি নিয়ে এখন কোন ধরনের কথা বলা ঠিক হবে না। কারণ মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জেলাশাসককে দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার পরই বিস্তারিত পরিষ্কার হয়ে যাবে।বিদ্যুৎ নিগমও অভ্যন্তরীণ একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করছে। কিন্তু রিপোর্ট যাই আসুক, এমন বিষাদময় পরিস্থিতি যেন আর কোনদিন দেখতে না হয়, এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো বেশি সচেতন থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি।

রাজধানীতে

● প্রথম পাতার পর

ট্রাফিক পুলিশ কর্মীকে দুষ্কৃতিদের গাড়ির নাম্বারটি লিখে দেয়। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত ট্রাফিক পুলিশ অজ্ঞাত কারনে পরবর্তী সময় অস্বীকার করেন ওনার কাছে কোন গাড়ির নাম্বার দেওয়া হয়নি। আর ঘটনার সময় ওনার ডিউটি ছিল না। ২ টা ৩০ মিনিতে ওনার ডিউটির সময় শেষ হয়ে গেছে। দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটের পর ঘটনাস্থলে ডিউটিতে আসে অপর এক ট্রাফিক পুলিশ। সেই ট্রাফিক পুলিশকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার সময় ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত থাকা আগের ট্রাফিক পুলিশ কর্মী গাড়ির নাম্বারটি দিয়ে যায়। পুলিশ আসলে পুলিশকে নাম্বারটি দেওয়ার জন্য। ২ টা ৩০ মিনিটের পর ডিউটিতে আসা ট্রাফিক পুলিশ কর্মী জানান তিনি ঘটনার বিষয়ে জানেন না। তবে আগে যে ডিউটিতে ছিল সে একটি গাড়ির নাম্বার দিয়ে গেছে। এইদিকে ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে গোটা ঘটনার বিষয়ে জানায়। এবং গাড়ির নাম্বারটি পুলিশকে জানায়। সাথে সাথে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে ৩০ মিনিটের মধ্যে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। জানা যায় অপহৃত ব্যক্তির নাম শ্যামল দেব, বাড়ি খোয়াইর জাম্বুরা এলাকায়। তবে কেন শ্যামল দেবকে অপহরণ করা হয়েছিল তা এখনো জানা যায় নি। পুলিশ অপহরণের কারন জানার চেষ্টা করছে। একই সাথে অপহরণকারীদের জালে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তবে এইদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহর আগরতলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের একবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ব্যবসায়ী

● প্রথম পাতার পর

ছুটে এসে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা দুই বস্তা চাল বাজেয়াপ্ত করে সঙ্গে নিয়ে গেছেন।এ বিষয়ে খাদ্যদপ্তরের আধিকারিক দেবজ্যোতি চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত করা হবে। তদন্তে ন্যায্য মূল্যের দোকানে দুর্নীতির বিষয়টি সত্যি হলে অবশ্যই ডিলারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংঘ : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৮৫২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৫৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৮৫২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৫৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৯৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮৭১১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৪৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮০০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুলিশ তৃণমূল শ্রমিক নেতার মাথায় ছাতা ধরছে টুইটে খোঁচা শুভেন্দুর

দুর্গাপুর, ৩০ জুন (হি. স.) : 'বিজেপি কর্মীরা মনোনয়ন দিতে গিয়ে মার খাচ্ছে। হুমকি দিয়ে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন তুলতে বাধ্য করানো হচ্ছে। আর পুলিশ তৃণমূল শ্রমিক নেতার মাথায় ছাতা ধরছে।' নির্বাচন বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে পুলিশ ও তৃণমূল কংগ্রেসকে এভাবেই টুইটে খোঁচা দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।প্রসঙ্গত, কয়েকদিন পরই রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। ইতিমধ্যে মনোনয়ন পর্ব মিটিছে। জোরকদমে চলছে রাজনৈতিকদলগুলির প্রচার। প্রচারে রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্র সহ নানান দিকে তৃণমূলকে আষ্টেপিষ্টে আক্রমনের দাঁ সানিয়েছে গেরুয়া শিবির। পাল্লা দিয়ে দুর্নীতিকে ইস্যু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বামশিবির। তার ওপর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার তৃণমূল। দলীয় কর্মসূচিতে বারংবার প্রকাশ্যে এসেছে। পঞ্চায়েতে নির্বাচনে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস।বৃহস্পতিবার বিকাল পানাগড় বাজারে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা ছিল তৃণমূলের। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব। বিকেলের দিকে আচমকা বৃষ্টি শুরু হয়। মঞ্চে তখন বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল শ্রমিক নেতা তথা দুর্গাপুরের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। নেতাকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে মাথায় ছাতা ধরেন এক পুলিশ কর্মী। আর ছবি মুহূর্তেই সোশাল সাইটে ভাইরাল হতে বিতর্কের ঝড় ওঠে। ওই ছবি দিয়ে টুইটে রাজ্য তৃণমূল ও পুলিশকে খোঁচা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারি। তিনি বলেছেন,'বিজেপি কর্মীরা মনোনয়ন দিতে গিয়ে মার খাচ্ছে। হুমকি দিয়ে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন তুলতে বাধ্য করানো হচ্ছে। আর পুলিশ তৃণমূল শ্রমিক নেতার মাথায় ছাতা ধরছে। এটা নির্বাচন বিধিভঙ্গ নয়?' যদিও শুভেন্দু অধিকারির টুইট প্রসঙ্গে দুর্গাপুরের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ প্রভাত চট্টোপাধ্যায় পাল্টা বলেন,' পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। বৃষ্টির মধ্যে বক্তব্য রাখার সময় পিছন থেকে কে ছাতা ধরেছিল দেখিনি।'তিনি শুভেন্দু অধিকারীর নিশানা করে প্রশ্ন তুলে বলেন,' শুভেন্দু বাবুর ২০ জন সরকারি দেহরক্ষী রয়েছে। তাতে কি নির্বাচন বিধিভঙ্গ হয় না?' তিনি আরও বলেন,'বৃষ্টির মধ্যেও প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। জনসমাগম দেখে আতঙ্কিত বিজেপি।'

দার্জিলিংয়ে ভোটকর্মীদের নিয়ে যাওয়ার পথে উলটে গেল গাড়ি

দার্জিলিং, ৩০ জুন (হি. স.) : কার্শিয়াং থেকে বিজনবাড়ি যাওয়ার পথে জামুনে এলাকায় ভোটকর্মীদের নিয়ে যাওয়ার পথে উলটে গেল গাড়ি। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার জানা গিয়েছে, ভোটকর্মীদের নিয়ে গাড়িটি দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণের জন্য যাচ্ছিল। পথে ব্রেক ফেল হয়ে যায়। গাড়িটি থামানোর জন্য চালক পাহাড়ের ঢালে ধাক্কা মারেন। গাড়িটি উলটে গেলে গাড়ির ভেতরে থাকা যাত্রীরা অল্প জখম হন। তবে কারও কোনও বড় চোট লাগনি বলেই জানা গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ঘোষণা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করে ব্যক্তিস্বত্বার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে গান্ধীজী খেলাধুলার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজ্যের বর্তমান সরকারও গান্ধীজির আদর্শকে পাথেয় করে জনকল্যাণে কাজ করে চলছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল আজকের দিনটিকে রেস্টার্স সোসাইটিবাসীর জন্য মরণীয় দিন বলে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মহাত্মা রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সভাপতি শ্যামল চৌধুরি ও সহ-সভাপতি নকুল দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরি, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মহাত্মা রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের জন্য ২৫ হাজার টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বলদখালে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মৃতার স্ত্রী সোনালী দেব সরকার পূর্ব থানায় ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০২ ধারায় মামলা দায়ের করেছিলেন। সাথে সাথে পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল।

এ বিষয়ে পূর্ব থানার ওসি রাণা চ্যাটার্জী জানিয়েছেন, গতকাল রাতে পুলিশী তদন্তে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত বলদাখাল এলাকার বাসিন্দা ভাস্কর দাস ও দিবাকর দাস নামে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। কিন্তু এখনো পর্যন্ত খুন করার আসল কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।তাদের আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে। কারণ পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই হত্যাকান্ডে একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। তাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে অনেক তথ্য এবং খুনের কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সাধারণ মানুষ

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন রাজ্যে উৎপাদিত পায়জাম বা স্বর্ণমুসুরী চাল ছাড়াও বহির রাজ্য থেকে আসা প্রতিটি চালের দাম সমান ভাবে বেড়েছে। কেন বেড়েছে এই বিষয়ে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। তবে প্রতিদিন দাম বাড়ছে ভাল তেল লবণ পেঁয়াজ আলু সহ বিভিন্ন ডিটারজেন্ট কসমেটিক্স ও ওষুধের। যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য সামগ্রী। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে সচেতন। পদক্ষেপ নিচ্ছেন, অভিযান ও চালাচ্ছেন। কিন্তু দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছেন না। তথ্য বিভ্র মহল বলছে উৎসেই গলদ। যদি সেখানে নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে খোলাবাজারে জিনিসের দাম বাড়বেই।

কর্মসূচি

● প্রথম পাতার পর

করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর দেশবাসীর জন্য নয় বছরে যে উন্নয়ন মূলক কাজ করেছে তা জনসম্পর্কে তুলে ধরতে বিজেপি বাড়ি বাড়ি প্রচার অব্যাহত রেখেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, মানুষের সাথে জনসম্পর্ক অভিযানে পর বুঝতে পেরেছেন জনসাধারণ চাইছেন মোদী তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। সকল অংশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারকে সমর্থন করেন। কারণ তাঁর জন্যই ত্রিপুরায় উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

খাদ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতগুলিকে ডিজিটালাইজ করে তোলার জন্য প্রত্যেক গ্রামকে অপ্টিক্যাল ফাইবার নেটের মাধ্যমে যুক্ত করার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

তিনি আরও বলেন, গ্রামে কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে দরিদ্রদের পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়া পর্যন্ত যে ব্যাপক অভিযান আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার শুরু করেছে। সেগুলির কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে।

শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে একতারা হাতে ফের পথে পথে ঘুরছেন স্বপন বাউল

বাসন্তী , ৩০ জুন (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার সাথে সাথেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত উত্তপ্ত হয়েছে। মনোনয়ন পর্ব শুরু থেকে প্রত্যাহার পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। রক্ত ঝড়েছে, মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দক্ষিন ২৪ পরগনার ভাঙড়, ক্যানিং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষ যখন চিন্তিত আদৌ অবাধ ও শান্তি পূর্ণ নির্বাচন হবে কিনা তা নিয়ে, তখন আরও একবার নিজের উদ্যোগে বাউল গানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচনের বার্তা দিতে পথে নেমেছেন স্বপন দত্ত বাউল।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেখানেই সামান্য মানুষের জটলা দেখছেন সেখানেই নিজের একতারা বাজিয়ে গান ধরছেন বছর চুয়ান্নর এই বাউল শিল্পী। তাঁর গানের কথাগুলো অবশ্য আর পাঁচটা গানের মত নয়। কিন্তু তবুও সেই গান শুনতেই ভিড় জমাচ্ছেন পথ চলতি মানুষ। পূর্ব বর্ধমানের খাজা আনোয়ার বেড় এলাকার বাসিন্দা এই বাউল শিল্পী হিংসামুক্ত নির্বাচনের বার্তা দিচ্ছেন নিজের গানের মাধ্যমে। পাশাপাশি ভোটাররা যাতে নিজের ভোট নিজেরা দেয়, ভোট নষ্ট না করে সেই বার্তা ও দিচ্ছেন তাঁর গানের মাধ্যমে। স্বপনবাবুর বাসন্তীর কাঁঠালবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাউল গান গেয়ে এই বার্তা দিলেন তিনি।২১শে বিধানসভা নির্বাচনেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে অবাধ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। আরও একবার যখন পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত, এলাকায় এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা, ঠিক তখন নিজের একতারা হাতে নিয়ে ফের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই শিল্পী। "অঙ্গীকার করো সবাই, শান্তিপূর্ণ ভোট হবে, কেউ শান্তি ভঙ্গ করো না। নিজের ভোট নিজে দাও কেউ ভোট নষ্ট করো না।" স্বপনের গানের এই কথাগুলিই কার্যত এলাকার সাধারণ মানুষজন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন। প্রাথমিক ভাবে সকলেরই মনে হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বোধহয় স্বপন এসেছেন প্রচার করতে। কিন্তু সেই প্রশ্ন করতেই তিনি সটান জানিয়ে দেন, " আমি একজন বাউল শিল্পী, সর্বোপরি আমি ভারতের একজন নাগরিক। তাই নাগরিক হিসেবে আমার নিজেরও কিছু দায়িত্ব আছে। নিজের গানের মাধ্যম দিয়ে তাই আমি নিজেই উদ্যোগী হয়েছি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে সচেতন করতে। যাতে এই ভোট ভোট করে কোথাও কেউ হিংসা, হানাহানিতে জড়িয়ে না পড়েন। সকলে যাতে নিজের ভোট যাতে নিজেরাই দিতে পারেন। এলাকায় যেন শান্তি থাকে।"২০১৬ সালে নির্বাচন কমিশনের হয়ে প্রচার করেছিলেন স্বপন। এছাড়া সমাজ থেকে ডাইনি প্রথা নিবারণ কিম্বা মহিলাদের সম্মানের জন্যও গান বেঁধেছিলেন তিনি। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে গান গেয়ে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছেন এই বাউল শিল্পী। রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বাংলাদেশেও এই ধরনের সচেতনতামূলক গান গেয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন স্বপন।ন'জনের সংসার তিনি একাই চালান। শিক্ষকতা, ছবি আঁকা শেখানো, তবলার তালিম দিয়ে যা অর্থ উপার্জন করেন তাই দিয়েই মূলত চলে সংসার। তবে মাঝে মধ্যেই এভাবে কয়েকদিনের জন্য বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন জেলায় জেলায় নানা ধরনের সচেতনতামূলক প্রচারের কাজে। এবারও সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে গাঁটের কড়ি খরচ করে তিনি শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে প্রচার শুরু করেছেন। তবে সুন্দরবনের এই এলাকায় কেন এলেন প্রচারে? প্রশ্ন শুনে স্বপন বলেন, " বাসন্তী এলাকায় মাঝে মধ্যেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবর শুনি সংবাদ মাধ্যমে। তাই এখানে এসেছি। ক্যানিয়ে তো ভোট নাই নাহলে ওখানেও যেতাম। তবে ভাঙড়ে যাবো সেখানকার মানুষকে সচেতন করতে।"স্বপনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষজন। প্রশংসা করেছেন প্রশাসনের আধিকারিকরাও। মহকুমাশাসক প্রতীক সিংহ বলেন, " খুবই ভালো উদ্যোগ উনি নিয়েছেন। আমরা প্রশাসনের তরফে অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য প্রচার করে থাকি। ওনার এই ব্যক্তিগত উদ্যোগকেও স্বাগত।"

নাবালিকা ধর্ষণ, ধুবড়িতে ২০ বছরের কারাদণ্ড অভিযুক্তের, জরিমানা লক্ষাধিক টাকা

ধুবড়ি (অসম), ৩০জুন (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়িতে ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে এক যুবককে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন জেলার অতিরিক্ত দায়রা তথা পোকসো আদালতের বিশেষ বিচারপতি। সাজাপ্রাপ্ত যুবক গোলকগঞ্জ থানার অন্তর্গত পোকালাগি পার্ট-৩ গ্রামের বাসিন্দা সবুর আলি।জেলার অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিশেষ বিচারপতি, সবুর আলিকে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৪১ ধারা এবং দ্য প্রটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট বা পোকসো আইনের ৪(২), ৩৭৬ ধারা বলে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে এক বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫০০ টাকার জরিমানা করেছেন।

অধিকন্তু, তাকে আইপিসির ৩৪২ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা জরিমানা করেছেন বিচারপতি। তাছাড়া আইপিসির ৩৬৫ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে সবুর আলিকে আরও পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অবশেষে পোকসো আইন, ২০১২-এর ধারা ৪(২), ৩৭৬-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে ধর্ষক সবুর আলিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। রায়ে বিচারপতি বলে দিয়েছেন, সবগুলি সাজা একই সাথে চলবে।

স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (পোকসো) উত্তমকুমার সরকার এ খবর দিয়ে জানান, ২০২০ সালের ২২ আগস্ট বিকাল ৫-টা নাগাদ ১৪ বছর বয়সি এক মেয়ে তাদের বাড়ির কাছে একটি মুদি দোকানে যাচ্ছিল। তখন অভিযুক্তরা তাকে জোর করে অপহরণ করে একটি টোটোয় তুলে পালিয়ে যায়। এর পর নাবালিকাকে খুঁজে বের করতে তার পরিবারের সদস্যরা বহু জায়গায় তালাশি চালান। একদিন তাঁদের মেয়েকে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে এক অজ্ঞাত স্থানে রাখা হয়েছে খবর পেয়ে সেখানে নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা ছুটে যান।

পরবর্তীতে মেয়েকে উদ্ধার করে ওই সালের (২০২০) ৩ সেপ্টেম্বর ভুক্তভোগী নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে গোলকগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে গোলকগঞ্জ পুলিশ ৪ সেপ্টেম্বর (২০২০) সবুর আলি এবং ইয়ানুর আলি নামের দুজনের বিরুদ্ধে আইপিসির ৩৪১/৩৬৫/৩৪২/৩৪ ধারায় ৮০৮/২০২০ নম্বরে মামলা নথিভুক্ত করে তদন্তে নামে মামলা হস্তান্তর ধুবড়ির এসডিজেএম-এর আদালতে। ২০২১ সালের ৮ জানুয়ারি কেস ডায়েরির উপাদান এবং ধারা ১৬৪-র অধীনে রেকর্ডকৃত বিবৃতির ভিত্তিতে মামলায় আইপিসি ধারা আর/ডব্লিউ ধারা ৪, পোকসো-২০১২-এর ধারা ৩৭৬ যোগ করেন এসডিজেএম। পরবর্তীতে ওই মামলা যায় জেলার অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিশেষ বিচারপতির বেঞ্চে। বেশ কয়েক দফায় শুনানির পর আজ সবুর আলিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও নগদ জরিমানার রায় দিয়েছেন।

আসানসোলে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আসানসোল, ৩০ জুন (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের বারাবনি বিধানসভার সালানপুরে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে এসে আরও একবার কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সালানপুর ব্লকে রোডশো করেন তিনি। পরবর্তীতে জনসংযোগ যাত্রার হুডখোলা গাড়ির উপর থেকে বক্তব্য রাখেন অভিষেক।সেখান থেকেই পঞ্চায়েত ভোটের পরে দিল্লি গিয়ে আন্দোলন করার হুঁশিয়ারি দেন শাসকদলের সেকেন্ড ইন কমান্ড।এদিন দুপুর দুটোর পরে অভিষেকের হেলিকপ্টার নামে সালানপুরের রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্তান কেবলস ময়দানে। সেখানে হেলিকপ্টার নামার জন্য অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছিল। তাঁকে সেখানে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল পুরনিগমের মেয়র তথা বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। হেলিপ্যাড থেকে গাড়িতে ডিএভি স্কুল মাঠে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে শুরু হয় তাঁর রোডশো।

জেড থেকে জেড প্লাস, নিরাপত্তার বাড়ল নিশীথের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি. স.) : নিরাপত্তা আরও বাড়ল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের। এতদিন জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা ছিল তাঁর জন্য। এবার তা বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জন্য জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সূত্র মারফত এমনই জানা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক আগেই কোচবিহারের সাংসদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়ে দেওয়া স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য থাকে এসপিজির নিরাপত্তা বলয়। আর এর পরেই দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা হল জেড প্লাস নিরাপত্তা বলয়। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই পঞ্চায়েতের মনোনয়ন পর্বের সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছিল। কনভয় লক্ষ্য করে তির ছোড়ার অভিযোগ উঠেছিল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। তার কয়েকদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

গোসাবায় বোমা, বন্দুক সহ গ্রেফতার সাত

গোসাবা, ৩০ জুন (হি.স.) : বিকেলে গোসাবার পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলি গ্রামে তৃণমূল কর্মী আলাউদ্দিন মোল্লাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে গিয়ে জখম হয় সাইফুল মোল্লা। স্থানীয় মানুষজন সে সময় সাইফুল সহ ছয়জনকে ধরে ফেলে। পরে গোসাবা থানার পুলিশ এসে গ্রেফতার করে অভিযুক্তদের। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনায় ইসলাম মোল্লা নামে আর একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।পাশাপাশি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে মোট তিনটি বন্দুক, ৩৩ রাউন্ড গুলি ও তিরিশটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে দাবি ধৃতরা সকলেই সিপিএম কর্মী। সঠিক কি কারনে তারা এলাকায় বোমা, বন্দুক মজুদ করছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকার তৃণমূল নেতা সুবিদ আলী ঢালির দাবি, " আমাকে খুনের পরিকল্পনা করছিল দীর্ঘদিন ধরেই। এলাকার সিপিএম, আরএসপির মদতদাতা ওয়াজেদ তরফদারের মদতেই এই হামলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।" যদিও এ সম্পর্কে ওয়াজেদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে দক্ষিন ২৪ পরগনার সিপিএমের জেলা সম্পাদক শমিক লাহিড়ি বলেন, " ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬ টি আসনের মধ্যে মাত্র ৪ টি আসনে আমাদের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছেন। মনোনয়নের সময় থেকেই আমাদের প্রার্থী ও কর্মীদের উপর হামলা চলছে। পুলিশ মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে। এলাকার তৃণমূল নেতাদের কথায় চলছে পুলিশ।" এসডিপিও ক্যানিং দিবাকর দাস বলেন, " এলাকায় গুলি চলার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ তদন্তে নেমে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে বন্দুক ও গুলি উদ্ধার হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এলাকা থেকে ৩০ টি বোমাও মিলেছে। ধৃতদের কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ সম্পর্কে আরও তদন্ত করা হবে।"

বর্তমান এই সময় উপভোগ করতে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে : ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): বর্তমান এই সময় ভারতের। এই মুহূর্তকে উপভোগ করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিত আমাদের। বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শুক্রবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ভারত হল প্রাচীনতম গণতন্ত্র। ভারত গণতন্ত্রের জননী। সংসদের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী প্রতিবার প্রতিটি একটি কথা বলেন,""যাহি সময়, সহি সময়"", ""বর্তমান এই মুহূর্ত ভারতের মুহূর্ত"" আমাদের এই মুহূর্তটি উপভোগ করা উচিত এবং নিজেদের দায়িত্বগুলি পালন করা উচিত।'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শততম বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় আমাদের দায়িত্বও বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) বাস্তবায়িত হয়েছে। গত ৩ বছরে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়কর অভিনন্দন জানাই।'

অঙ্গন

দলীপ ট্রফিতে হারের মুখে পূর্বাঞ্চল সেমিফাইনালের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল জোন

সেন্ট্রাল জোন: ১৮২, ২৩৯ ইস্ট জোন: ১২২, ৬৯/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। সরাসরি জয়ের হাতছানি সেন্ট্রাল জোনের সামনে। মূলতঃ ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে হারের সম্মুখীন ইস্ট জোন। মণিশঙ্করও বোলিং সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট দখল করে চমক তৈরি করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনিং বোলারের ভূমিকায় থেকেও কোনও উইকেট দখল করতে পারেনি। ১০ ওভার বল করে ৩০ রান দিয়ে রানের গতি কিছুটা কমাতে সক্ষম হয়েছে। ৬০ রানে প্রথম ইনিংসে সেন্ট্রাল জোনের লিড এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৯ রান সংগ্রহের পরে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ইস্ট জোন ৬৯ রান সংগ্রহ করার মধ্যেই ছয় উইকেট হারিয়ে ফেলায়, সেন্ট্রাল জোন শিবিরে অনেকটাই জয়ের হাতছানি। ইস্ট জোনের সামনে জয়ের জন্য এই মুহূর্তে আরও ২৩১ রানের প্রয়োজন। হাতে উইকেট সাকূল্যে চারটি।

সেন্ট্রাল জোনের প্রত্যাশা আগামীকাল ম্যাচের চতুর্থ তথা অন্তিম দিনের প্রথম বেলায় জয় ছিনিয়ে ইস্ট জোনকে বিদায় জানাতে পারবে। অপরদিকে ইস্ট জোনের নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় থাকা রিয়ান পরাগ ও মনি শংকর মুরাসিং-এর পাশাপাশি প্যাভিলিয়নে অপেক্ষমান ঈশান পোড়েল, শাহবাজ নাদিমরা ছক কষছে আগামীকাল শেষ দিনে মিরাক্কেল কিছু করে জয়ের প্রয়োজনীয় ২৩১ রান সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নিতে। ক্রিকেটে অনিশ্চয়তার খেলা সত্ত্বেও বিষয়টা অত্যন্ত দুরুহ ঠেকবে ধরে নিয়ে সেন্ট্রাল জোন-ই সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পাবে বলে অনুমান। সামগ্রিক খেলায় সেন্ট্রাল জোনের দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনার হিমাংশু মন্ত্রীর ৬৮ রান এবং বিবেক সিং-এর ৫৬ রানের পাশাপাশি প্রথম ইনিংসে মনি শংকরের ৫ উইকেট দখল-ই উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসে সেন্ট্রাল জোনের সৌরভ কুমার ৩৩ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে অবশ্য নজর কাড়তে চলেছে। বেঙ্গালুরুর আলু-র ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে সেন্ট্রাল জোন ও ইস্ট জোন ম্যাচের অন্তিম দিনের খেলা হচ্ছে আগামীকাল।

ওরিয়েন্টালকে হারিয়ে সুপার লিগের আশা জিইয়ে রাখলো আনন্দ ভবন

আনন্দভবন-৩	ওরিয়েন্টাল ক্লাব-২
(নয়ন,বিপ্টর,অ্যালেক্স)	(প্রণয়ন-২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। এগিয়ে থেকেও শেষ রক্ষা হলো না বিলোনিয়ার ওরিয়েন্টাল ক্লাবের। হারলো আনন্দ ভবনের বিরুদ্ধে। আর ওই জয়ে ত্রিদিবেশন লীগ ফুটবলে এ গ্রুপে আপাতত শীর্ষে উঠে আসলো আনন্দভবন। ৭ পয়েন্ট নিয়ে, ৪ ম্যাচ খেলে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে আনন্দভবন ৩-২ গোলে পরাজিত করে বিলোনিয়ার ওরিয়েন্টাল ক্লাবকে। অথচ ম্যাচের শুরুতেই প্রণয়ন দত্তের গোলে এগিয়ে গিয়েছিলো রাজেশ রিয়াং এর দল ওরিয়েন্টাল ক্লাব। গোল হজম করতেই পাল্টা আক্রমণে যায় আনন্দভবন। আর এতেই খেই হারিয়ে ফেলে ওরিয়েন্টাল ক্লাব। সুজিত ঘোষের দলের ক্রমাগত আক্রমণে একসময় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন ওরিয়েন্টাল ক্লাবের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা। ভাগ্যিস তিন কাঠির নীচে অনন্ত জমাতিয়া বেশ কয়েকটি শট রুখে দিয়ে দলকে বড় ব্যবধানে পরাজয় থেকে রক্ষা করেছেন। তবে গোল করার মতো সুযোগ পেয়েছিল ওরিয়েন্টাল ক্লাবের ফুটবলাররাও। কিন্তু আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় জাল নাড়াতে পারেনি।শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার অভাবেই প্রায় প্রতি ম্যাচে পিছিয়ে পড়ছে ওরিয়েন্টাল ক্লাব। ফুটবলপ্রেমীদের মতে ওই দলের ফুটবলারদেরই আগামী বছর অন্যরূপে দেখা যাবে। এবার আসর থেকে অভিজ্ঞতা বেড়েছে জিৎ বাহাদুর থাপা-দের। যা আগামীদিনে ফুটবলারদের ভালো খেলতে সাহায্য করবেই। ম্যাচ শুরুর ২ মিনিটের মাথায় কাউন্টার অ্যাটাকে গিয়ে প্রণয়ন দত্ত এগিয়ে দেন ওরিয়েন্টাল ক্লাবকে। শুরুতেই গোল হজম করার পর সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে উঠেন আনন্দভবনের ফুটবলাররা। শুরু হয় ক্রমাগত আক্রমন। এতেই চিড় ধরে ওরিয়েন্টাল ক্লাবের রক্ষণভাগে। ৯ মিনিটে নয়ন বাহাদুর মলশুমের গোলে সমতা ফেরে। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে আনন্দভবনকে এগিয়ে দেন বিপ্টর ত্রিপুরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই নিজের এবং দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে সমতা ফেরান প্রণয়ন দত্ত। ৭৯ মিনিটে আনন্দভবনের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন অ্যালেক্স ডার্লং। রেফারি আদিত্য দেববর্মা হলুদ কার্ড দেখান বিজয়ী দলের অ্যালেক্স ডার্লং এবং বিজীত দলের জিৎ বাহাদুর থাপাকে। দিনের খেলা: সকাল আটটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে, সাই-এসটিসি বনাম এনএসআরসিসি।

Notice Inviting e-tender
PNIe-T- 16/EE/RD/BSGD/SPJ/2023-24/ 1502 t.27/06/2023
The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES /CPWD/Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 12/07/2023 for 2 (two) nos work. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference: Date: 04.07.2023 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

(Er. DiBakanshil)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

ICA/C-1207/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/26/2023-24 dated 28/06/2023
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of othag, State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/37/2023-24	₹ 7,01,023.00	₹ 14,020.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 18/07/2023 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 18/07/2023, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https: //tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Governor of Tripura }

Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA/C-1204/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/EE/PWD(R&B)AMB/2023-24 Dt. 27-06-2023
The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate / item-rate e-tender in single bid -twe-bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 07/EE/PWD(R & B)/AMB/2023-24	23,50,569.00	47,011.00	120 (One Hundred Twenty) days
2.	DNIeT No: 06/EE/PWD(R & B)/AMB/2023-24	9,65,949.00	19,319.00	180 (One Hundred Eighty) days

* Date of publishing of bid : Date 28-06-2023
"e Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 19-07-2023
* Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 19-07-2023
* Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
* Class of tenderer, APPROPRIATE Class
* Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

(Er. Bhrigu Debbarma)
Ambassa Division,
Ambassa, Dhalai Tripura

ICA/C-1201/23

ইন্ডো-বাংলা স্পোর্টস ফোরামের বৈঠকে আমন্ত্রিত সুজিত রায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন। ইন্ডিয়া বাংলাদেশ স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম তথা আই.বি.এস.এফ.এফ জুলাইয়ের শুরুতে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করতে যাচ্ছে। এই বৈঠকে উভয় দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। আইবিএসএফএফ-এর সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়কে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন বলে সংবাদ সূত্রে জানানো হয়েছে। একই সময়ে বিশ্ব-খ্যাত টেনিস টুর্নামেন্ট উইম্বলডনও অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাজ্যে। আইবিএসএফএফ প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে উভয় দেশের ক্রীড়া উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করবেন। সুজিত রায় শীর্ষ টেনিস কর্মকর্তাদের সাথেও বৈঠকে মিলিত হবেন। দুই দেশে টেনিসের পরিকাঠামোগত উন্নতি বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে। সংস্থার পক্ষ থেকেই এই বিষয়ে জানানো হয়েছে।

শাস্তির খাড়া থেকে বিক্রমকে অব্যাহতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ক্রিকেটার বিক্রম দেবনাথকে শাস্তির খাড়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বিক্রম দেবনাথ ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে অলরাউন্ডার হিসেবে সিলেকশন ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে। এদিকে ঘরোয়া ক্রিকেটে একটি ম্যাচ চলাকালীন সময়ে খেলায় অসদাচরণের দায়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজারি টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে শাস্তি হিসেবে বিক্রম দেবনাথকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। বিক্রম যথারীতি তার ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনাও করেছে এবং ভবিষ্যতে এরকম অসদাচরণ করবে না বলে জানালে, এদিকে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে তার সিলেকশন ট্রায়ালের সুযোগ আশায় এডভাইজরি টুর্নামেন্ট কমিটি বিক্রমের খেলোয়াড় জীবনের কথা চিন্তা করে তাকে শাস্তির খাড়া থেকে অব্যাহতি দিয়ে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন থেকে সচিব তাপস ঘোষ এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

পাঁচ বছর পর ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম একশোয় ফিরল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): শনিবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে লেবাননের বিরুদ্ধে নামার আগেই ফিফার র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১০০-র মধ্যে চলে এল ভারত। ভারতীয় ফুটবলের কাছে খুবই সুখবর। বৃহস্পতিবার রাতে ফিফা এই রাঙ্কিং প্রকাশ করেছে। আন্তর্মহাদেশীয় কাপের ফাইনালে লেবাননকে হারিয়েছিল ভারত। তারা এক র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট হারায়। তাতেই লেবাননকে টপকে ১০০ নম্বরে চলে এসেছে ভারত। আর ভারতের থেকে এগিয়ে থাকা লেবানন চলে গিয়েছে ভারতের পিছনে। ভারতের কোচ ইগর স্তিমাচ এই খবরে খুশি। ইগর বলেছেন, "আমি খুশি। কিন্তু আগামী দিনে আমাদের এই জায়গাটা ধরে রাখতে হবে।"

উল্লেখ্য, চলতি মাসে ভারত আন্তর্জাতিক সাতটি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটি জিতেছে এবং দু'টিতে হেরেছে। এর ফলে তারা ৪.২৪ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট পেয়েছে। এশিয়ান ফুটবল সংস্থাতেও ভারত রয়েছে ১৮ নম্বরে।

অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ১৩৮ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ইংল্যান্ড

লন্ডন, ৩০ জুন (হি.স.): আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে জবাবটা ভালোই দিলেন বেন ডাকেট। কিন্তু অল্পের জন্য সেঞ্চুরি না পাওয়ার জন্য আক্ষেপে পুড়তে হচ্ছে ইংলিশ ওপেনারকে। লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের রান ৪ উইকেটে ২৭৮। অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে ৪১৬ রানে গুটিয়ে দেওয়া স্বাগতিকরা এখনও পিছিয়ে ১৩৮ রানে।

ইংল্যান্ডের হয়ে দারুণ ব্যাটিং করা ডাকেট ৯ চারে ১৩৪ বলে ৯৮ রানে ফেরেন হতাশা নিয়ে। ৫ চারে ৪৮ রান করেন জ্যাক ক্রলি। অলি পোপের ব্যাট থেকে আসে ৪টি চারে ৪২। হ্যারি ব্রুক খেলছেন ৪৫ রানে, উইকেটে তার সঙ্গী অধিনায়ক বেন স্টোকস

অনূর্ধ-১৬ বাছাইকৃত ৬৩ ক্রিকেটারকে নিয়ে দুই ধাপে শিবিরের প্রস্তুতি

সি-ডিভিশন লিগ : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
আনন্দ ভবন	৪	২	১	০	১০-৬	৭
ইকফাই	৫	২	১	২	৬-১০	৭
আরসিসি	৩	১	২	০	৬-৪	৫
ওরিয়েন্টাল	৪	১	১	২	৭-৬	৪
জম্পুইজলা	৩	১	১	১	৪-৪	৪
সাই এসটিসি	৩	০	২	১	২-৫	২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। সারা রাজ্য থেকে বাছাই করা হলো ৬৩ জন ক্রিকেটার। অনূর্ধ-১৬ বিভাগে। বাছাই করা ক্রিকেটারদের নিয়ে দুধাপে শুরু হবে শিবির। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার উদ্যোগে। পশ্চিম জেলা থেকে ৩৪ জন প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে বাছাই করা হয়েছে। যাদের নিয়ে ৪ জুলাই থেকে শুরু হবে শিবির। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের ওই দিন বিকেল ৩ টায় এম বি বি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। এদিকে উত্তর, দক্ষিণ এবং সেন্ট্রাল জোন থেকে ২৯ জন ক্রিকেটারকে বাছাই করা হয়েছে। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের ৭ জুলাই দুপুর ১২ টায় এম বি বি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করার জন্য টি সি এ সচিব তাপস ঘোষ বলেছেন। শিবিরে ডাক পাওয়া পশ্চিম জোনের ক্রিকেটাররা হলো: জয়ন্ত বিশ্বাস, শুভ্রজিৎ শর্মা,আয়ুষ দেবনাথ, আকাশ দাস, নীল দেববর্মা, সৌম্যদীপ ঘোষ, ঋতম দেব,মহ: জুয়েল হুসেন, রাজদীপ ঘোষ,মেদি হাচান মজুমদার, তুষার দেবনাথ, শোশুভন চক্রবর্তী,কিষান সরকার, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, অয়ন সরকার,নীলেশ দাস,শ্রীপর্ণ রাণা, স্নেহাংশু রায়,রাকিব মিঁয়া,দেবারূন সাহা,অনিক দাস, কিঞ্জল দেব,সবুজ চক্রবর্তী,অন্তরীপ সাহা, মৈনাক সাহা, ছানুর হুসেন,রোহিত বর্মন, নয়ন আহমেদ,অমন মিঁয়া, অঙ্কিত সূত্রধর,হৃদয় নম:,কিষান সরকার, রোনি রুদ্র পাল এবং হৃদয় বিশ্বাস। উত্তর, দক্ষিণ ও সেন্ট্রাল জোন থেকে নির্বাচিত ক্রিকেটাররা হলো: রাজীব দেবনাথ, আরিপ মিঁয়া, রমেন দেববর্মা, শিবা নোয়াতিয়া, কৌশিক নম:, সাগর দেবনাথ, আরিয়ন দেববর্মা, সোমরাজ চৌধুরি,অর্জুন চক্রবর্তী,তোজিম দেওয়ান, মোহাসাইন দুসেন, শিবজ্যোতি সিনহা, জয়দীপ গুন, নয়নমনি ভট্টাচার্য, জিৎ দাস, স্বাগত চন্দ,সুহেল আহমেদ,ভার্গব দত্ত রায়, রোহন মজুমদার, অঞ্জন দেব,সঞ্জয় শীল,রুবেল আহমেদ, জয়দীপ দত্ত,বাইথাংগা রিয়াং, তুষার মালাকার,রাইহান উদ্দিন, মহ: রেজাওল উদ্দিন,প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী এবং তন্ময় চন্দ।কোচ: পল্লব দাশগুপ্ত, সুবল চৌধুরি, বিশ্বজিৎ দে,ফিজিও: রাজেশ কুমার মোদক,সোহাগ চন্দ্র সাহা, ট্রেণার: অচিন্ত চক্রবর্তী, উত্তম দে।

বিশাল জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনালে নর্থ জোন, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়

নর্থ জোন: ৫৪০/৮(ডি.), ২৫৯/৬(ডি.)
নর্থ ইস্ট জোন: ১৩৪, ৫৮/৩

সি-ডিভিশন লিগ : বি-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
স্কাইলার্ক	৪	৪	০	০	১৮-৪	১২
বিবেকানন্দ	৫	৪	০	১	১৫-৫	১২
ইউবিএসটি	৫	২	১	২	৯-৪	৭
উমাকান্ত সিসি	৫	২	০	৩	৫-১৭	৬
কেশব সংঘ	৫	১	০	৪	৮-১৯	৩
আমরা ক-জনা	৪	০	১	৩	৩-৯	১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। বিশাল রানে জয় ছিনিয়ে নর্থ জোন দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে পৌঁছুচ্ছে। গো-হারা হারের সম্মুখীন নর্থইস্ট জোন। পুরো বিষয়টাই এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। নর্থইস্ট শিবিরে এখনও সাত উইকেট বর্তমান। তবে জয়ের জন্য তাদের আরও প্রয়োজন ৬০৮ রানের। খেলার বাকি আগামীকাল পুরো দিন। অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট হলেও নর্থইস্ট জোনের পক্ষে জয় একেবারেই অসম্ভব। প্রথম ইনিংসে নর্থ জোন ৫৪০ রান সংগ্রহ করে আট উইকেটে ইনিংস ঘোষণা করার পরও দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করে আরও রান সংগ্রহের ইচ্ছা তারা দমাতে পারেনি আসলে সেমিফাইনালে সাউথ জোনের বিরুদ্ধে তাদের খেলতে হবে বলে ব্যাটিং প্র্যাকটিসটাও জরুরী ছিল। নর্থইস্ট জোনের প্রথম ইনিংস ১৩৪ রানে ফুরিয়ে গেলেও নর্থ জোন তাদের ফলোয়নে খেলতে বাধ্য করেনি।

অনেকটা সময় রয়েছে বলে ব্যাটিং প্রাকটিসের পাশাপাশি দ্বিতীয় ইনিংসেও নর্থ জোনের বোলাররা মূলতঃ নর্থইস্ট জোনের বেটার্সদের চাপে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে নর্থইস্ট জোন ১৮ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ৫৮ রান সংগ্রহ করেছে। আগামীকাল ম্যাচের শেষ দিনে নর্থ জোনের বোলাররা হয়তো প্রথম বেলাতেই নর্থইস্ট জোনের ব্যাটসম্যানদের প্যাভেলিয়নের পথ দেখাবে। কার্যত বিশাল রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনাল ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে পারবে বলে অনুমান।

প্রথম ইনিংসে নর্থ জোনের ওপেনার ধ্রুব শূড়ের ১৩৫ রান, নিশান্ত সিঁধুর ১৫০ রান, হর্ষিত রানার অপরাজিত ১২২ রান যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি দ্বিতীয় ইনিংসে প্রবসিমরান সিং, অঙ্কিত কুমার ও অধিনায়ক যাদবের দ্রুত অর্ধশতকও উল্লেখ করার মতো।

জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করলেও সুপার লিগ অধরা ইউনাইটেড বিএসটি-র

ইউবিএসটি: ৩(লেনতিনথাঙ্গ ২, বিশাল) কেশব সংঘ: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। জয় দিয়ে গ্রুপ লিগ অভিযান শেষ করেছে ইউনাইটেড বিএসটি। এই জয় বি এস টি শিবিরে কিছুটা আত্ম তৃপ্তি বাড়িয়ে তুললেও কার্যত সুপার লীগে খেলার ছাড়পত্র এবারও অধরা ইউনাইটেড বিএসটি-র । ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া সি ডিভিশন লিগ ফুটবলের বি-গ্রুপের ১৪তম ম্যাচে আজ, শুক্রবার ইউনাইটেড বিএসটি ৩-০ গোলের ব্যবধানে কেশব সংঘকে পরাজিত করেছে। শেষ ম্যাচের মাথায় ইউনাইটেড বিএসটি দ্বিতীয় জয়ের সুবাদে তৃতীয় স্থানে উঠে আসতে পেরেছে। তবে সুপার লিগের জন্য ইতোমধ্যে বি-গ্রুপ থেকে স্কাইলার্ক ও বিবেকানন্দ ক্লাব টিকিট কেটে নিয়েছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুক্রবার বিকেলে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে দু দলের মধ্যে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ লক্ষ্য করা গেলেও প্রথমার্ধে ইউনাইটেড বিএসটি-র লেনতিনথাঙ্গ সিংসনের গোলে এক-শূন্যতে লিড নেয়। দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটের মাথায় বিশাল সেন একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দুই-শুন্য করলেও ৭২ মিনিটের মাথায় লেনতিনথাঙ্গ আরও একটি গোল করে চূড়ান্ত ব্যবধান ৩-০ করে নেয়। পক্ষান্তরে কেশব সংঘের খেলোয়াড়রা একাধিকবার চেষ্টা চালিয়েও গোল করার সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। উপরন্তু দুই দলের চারজনকে রেফারি খেলার দুই অর্ধে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, হরি শর্মা লিটন সাহা ও সুপ্রিয়া দাস। দিনের খেলা: বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আমরা ক-জনা বনাম স্কাইলার্ক ক্লাব।

র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষেই আর্জেন্টিনা

জুরিখ, ৩০ জুন(হি.স.): মরশুমের শেষ পর্যায়ে এশিয়া সফরে দুটি জয় পাওয়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরাই আছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের চূড়ায়।

বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা সংস্থা ফিফা বৃহস্পতিবার রাতে নতুন র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে।

র‍্যাঙ্কিংয়ের পরের দুটি স্থানেরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। যথারীতি আর্জেন্টিনার পেছনে আছে গত আসরের রানার্সআপ ফ্রান্স। সবশেষ আন্তর্জাতিক বিরতিতে ফলাফল খুব ভালো না হলেও তিনেই আছে রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বনমালীপুরে বিজেপির জনসংযোগ কর্মসূচীতে অংশ নিলেন দলের প্রদেশ সভাপতি। ছবি নিজস্ব।

খোয়াইয়ে বিদ্যুৎ চপলতায় ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। খোয়াইয়ে বিদ্যুৎ চপলতা চরম পর্য্যায়ে পৌঁছেছে। বিদ্যুৎ নিগমে ক্ষুব্ধ ভোক্তাদের ভাঙচুর। শারীরিক নিগৃহীত নৈশ প্রহরী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। খোয়াইয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা তলানিতে এসে ঠেকেছে।চরম পর্য্যায়ে পৌঁছেছে অসহনীয় বিদ্যুৎ চপলতা।নিরীহ বিদ্যুৎ কর্মীদের ভোক্তাদের মুখোমুখি হয়ে সবকিছু সামাল দিতে হচ্ছে।ভোক্তাদের মারমুখী আচরণের সামনে পড়তে হচ্ছে নিরীহ বিদ্যুৎ কর্মীদের। হালকা ঝর বৃষ্টিতেই খোয়াই শহর সহ বিভিন্ন এলাকায় থেকে দুপুর দুইটা থেকে বিদ্যুৎ-- এর দেখা নেই।একাধিকবার কল করেও কোন ফল নেই।দুপুরের পর থেকে বিদ্যুৎ--এর দেখা নেই খোয়াই জুড়ে। একই অবস্থা বিভিন্ন এলাকায়। আবার কোন কোন এলাকায় দুই তিন মিনিট পরপরই বিদ্যুৎ যাচ্ছে আর আসছে।সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত কতবার যে বিদ্যুৎ যায় আর আসে তার কোন হিসেব নেই।এককথায় চরমে পৌঁছেছে বিদ্যুৎ চপলতা। কোন কোন ভোক্তা নিগমের সাব ডিভিশনের কার্য্যালয়ে ল্যান্ড লাইনে ফোন করে চলেছে। কোন সাড়াশব্দ নেই।কেউ ধরে না ফোন।যে সমস্ত এলাকাগুলিতে বিকেল থেকে একেবারেই বিদ্যুৎ নেই বিদ্যুৎ দস্তরের কর্মীরা সেইসব এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ সারাইয়ের কাজ করছে। অন্য এলাকার ভোক্তাদের ক্ষোভ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে।রাত একটা নাগাদ ক্ষুব্ধ ভোক্তারা চড়াও হয় বিদ্যুৎ নিগমের খোয়াই সাব ডিভিশনের কার্য্যালয়ে।মারাত্মক উত্তেজিত হয়ে উঠেন ক্ষুব্ধ ভোক্তারা। শিফটিং ডিউটিতে থাকা বিদ্যুৎ কর্মীরা নিগমের সাব ডিভিশনে জরুরী ভিত্তিতে লাইনে ডিউটি করছিল।তখন লাইনে বিদ্যুৎ কর্মী ছিল বলেই খবর।ভোক্তারা নিগমের সাব ডিভিশনের কার্য্যালয়ের চেয়ার টেবিল বেঞ্চ, টুল, ও ল্যান্ড লাইনের টেলিফোন নির্বিচারে ভাঙচুর করে।সেই সময় ডিউটিতে আসছিল নিগমের জনৈক নৈশ প্রহরী।উত্তেজিত ভোক্তারা তাকে কাছে পেয়ে নিরীহ নৈশ প্রহরীকে মারধোর করে।সে কোনরকমে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করে।এদিকে অভিযোগ করে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা জানিয়েছেন,খোয়াই সাব ডিভিশন বিদ্যুৎ নিগম এ কর্মী স্বল্পতা রয়েছে। মহকুমা দপ্তরে লাইনম্যান নেই। একটি মাত্র গাড়ি রয়েছে। প্রয়োজনীয় গাড়ি এবং কর্মী না থাকার ফলে বিভিন্ন দিকে বিদ্যুৎ লাইনে গোলযোগ দেখা দিলে সঠিক সময়ে পরিষেবা দেওয়ার মতো অবস্থা নেই। যার ফলে তাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটে চলেছে।অবশেষে শুক্রবার বিকেলে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।নিগমের সাব ডিভিশনের কার্য্যালয়ে এভাবে ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক তান্ডব ও কর্মীদের মারধোরের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।বিদ্যুৎ কর্মীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।

তেবাড়িয়ার মেধাবী ছাত্র পেলেন স্বপ্ন পূরণের দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুন।। বিশালগড়ের তেবাড়িয়া গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের ছাত্র বিশ্বজিৎ দেবনাথের স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতার হাত বাড়ালেন একদল সরকারি আধিকারিক। মেধাবী ছাত্রের স্বপ্ন পূরণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করলেন তারা। সেখানকার হতদরিদ্র পরিবারের ছাত্র বিশ্বজিৎ দেবনাথ সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরিক্ষায় দারুণ ফলাফল করেছে। আইআইটি খড়গপুরে ফিজিক্স এবং ইন্টিগ্রেটেড এমএসসি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অস্বচ্ছতা মেধাবী ছাত্রের স্বপ্ন পূরণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। বিশ্বজিৎ এর বাবা অসুস্থ। বিছানায় শয্যাশায়ী। এমতাবস্থায় নুন আনতে পান্তা ফুরানোর দশা পরিবারের। এমতাবস্থায় দিশেহারা অবস্থা মেধাবী ছাত্রের। প্রবেশিকা পরিক্ষায় পাশ করার পর বিশালগড়ের মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস ছাত্রটির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন। যেমন কথা, তেমনই কাজ। শুক্রবার বৃষ্টিস্নাত বিকালে জেলা এবং মহকুমার বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত আধিকারিকদের নিয়ে ছুটে যান তেবাড়িয়া গ্রামের মেধাবী ছাত্রের বাড়িতে। আইআইটি খড়গপুরে ফাস্ট সেমিস্টারে পড়াশোনার প্রয়োজনীয় অর্থরাশি তুলে দেন ছাত্র বিশ্বজিৎ এর হাতে। বিশালগড় মহকুমা শাসকের এই মহতি উদ্যোগে সহযোগিতা করছে পিডব্লুডির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অসিতবরণ সাহা, তিনি আজই অবসরে চলে গিয়েছেন। এছাড়া পূর্ত দপ্তরের এসডিও গৌতম বন্দোপাধ্যায়, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সুকান্ত চক্রবর্তী, কৃষি তত্বাবধায়ক প্রিয়তোষ সরকার, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দিবাকর শীল, হর্টিকালচারের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রার্থপ্রতিম রায়, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার শংকর দেবনাথ, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের এসডিও ধীরেন্দ্র দেববর্মা, ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস এবং দ্রৌপদী দেববর্মা এই মহতি কাজে ব্যাক্তিগতভাবে সহায়তা করেছেন। এদিন ছাত্রের হাতে অর্থরাশি তুলে দিয়ে অফিসাররা আশ্বাস দেন পরবর্তী সেমিস্টারের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করা হবে। অর্থের চিন্তা না করে পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন তারা।

ক্ষতির মুখ দেখছেন গন্ডাছড়ার জুম চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। জুম চাষ করে ক্ষতির সম্মুখীন জুমিয়া পরিবার। ঘটনা ধলাই জেলার প্রত্যন্ত গন্ডাছড়া মহকুমার পঞ্চরতন ভিলেজের রামলোচন পাড়ায়। গন্ডাছড়া মহকুমার পঞ্চরতন ভিলেজের রামলোচন ভিলেজের বাসিন্দা বাবু জয় রিয়াং তার আড়াই কানি টিলা ভূমিতে জুম চাষ করেন। কিন্তু এই বছর সময় মতো বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে জুম ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তিনি আরো জানান জুম ক্ষেতে ধান চাষের পাশাপাশি মক্কা, মিষ্টি কুমোর, মামরা প্রভৃতি রকমারি ফল, সবজিও চাষ করেন। কিন্তু এই বছর অনাবৃষ্টির কারণে জুমের ফলন ভালো হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই এই বছর জুম চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। তিনি আরো জানান ৮ জন ছেলে-মেয়ে সহ তাদের ১০ জনের পরিবার। দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী এই জনজাতি পরিবারটি শুধুমাত্র জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। এবছর জুম ভালো না হওয়ার কারণে আগামী কিছু দিনের মধ্যে তাদের সংসারে নেমে আসবে দুর্বিষহ অবস্থা। এমত অবস্থায় কঠিন পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য তিনি সরকারের কাছে সাহায্য সহযোগিতার আর্জি জানান।

বিশালগড়ে সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুন।। শুক্রবার বিশালগড় থানার ওসি বাদল চন্দ্র সাহার নিকট স্মারকলিপি জমা দিয়ে বিশালগড়ের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ষড়যন্ত্রীদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি তুলেছে সংগঠনের বিশালগড় শাখা। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ঈদ। বিশালগড়েও ঈদের আনন্দে মেতে উঠে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। কিন্তু এদিন রাতের এক অনভিপ্রেত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিশালগড়ের রঘুনাথপুর কালীমন্দিরে গোমাংস টুকরো পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে সকলের প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। ঘটনার তদন্তের দাবি উঠেছে। তদন্তক্রমে দোষীদের খুঁজে বের করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার দাবি তুলেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাদের দাবি, বিশালগড়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। সম্প্রীতি অটুট রয়েছে। এই সুন্দর সম্প্রীতির মেলবন্ধনে অঘাত এনে উত্তেজনা ছড়ানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে একাংশ স্বার্থান্বেসী। কালী মন্দিরে গবাদিপশুর পায়ের অংশ পড়ে থাকার বিষয়টি কেউ মেনে নিতে পারেনি। অতীতে সেখানে কখনো এমন কান্ড ঘটেনি। কারা বিশালগড়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় ? ঘটনার পেছনে কী রহস্য রয়েছে। তা খুঁজে বের করুক পুলিশ।

গোরু পাচার মামলায় আবারও জামিন নাকচ অনুব্রত মণ্ডলের

আসানসোল, ৩০ জুন (হি. স.) : গোরু পাচার মামলায় আবারও জামিন নাকচ হল বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ জুলাই হবে বলে বিচারক জানান।শুক্রবার আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে তাঁর হয়ে জামিনের আবেদন করেছিলেন আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ। কিন্তু সেই জামিনের তীব্র বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী জশ কিষান। তিনি মূলত অনুব্রত'র বিরুদ্ধে 'প্রভাবশালী তত্ত্ব' খাঁড়া করেন। শেষ পর্যন্ত সেই তত্ত্বেই সিলমোহর দিয়ে আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী অনুব্রত'র জামিনের আবেদন নাকচ করেন। তবে এদিন সওয়াল-জবাবের সময় তদন্ত নিয়ে বিচারকের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় সিবিআইকে।৩২৩ দিন ধরে জেল হেপাজতে রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁকে যে কোন শর্তে জামিন দেওয়া হোক, এদিন আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে এই আবেদন করেন অনুব্রত'র আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ। এদিন দিল্লির তিহার জেলে অনুব্রত'র ভার্চুয়াল শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিন এজলাস থেকে তিহার জেলের সঙ্গে টেকনিক্যাল কারণে যোগাযোগ না হলেও অনুব্রত'র হয়ে জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী। তিনি বলেন, 'আমার মক্কেল ২০২২ সালের ১১ অগাস্ট থেকে জেলবন্দি হয়ে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচটি চার্জশিট জমা পড়েছে। কবে নাগাদ ট্রায়াল শুরু হবে তা জানা যাচ্ছে না।' এদিকে 'প্রভাবশালী তত্ত্ব' খাঁড়া করে জামিনের বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী জয় কিষান।তিনি বলেন, 'অনুব্রত মণ্ডল ভীষন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তদন্ত এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে। এইসময় তাঁকে জামিন দেওয়া হলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন।' সেই সময় বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী সিবিআইয়ের তদন্তকারি অফিসার সুশান্ত ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেন, ২৮৩ জন সাক্ষীর বয়ান নেওয়া হয়েছে। আর কত লাগবে ? উত্তরে সুশান্ত ভট্টাচার্য বলেন, 'নতুন নতুন তথ্য উঠে এসেছে। তার জন্য কয়েকজন সাক্ষীর বয়ান প্রয়োজন। এরপর বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী তাঁর কাছে আবারও জানতে চান, 'আর কতদিন তদন্ত চলবে ? কত সময় লাগবে ?' এর জবাবে সুশান্ত ভট্টাচার্য জানান, দ্রুত এই মামলায় ফাইনাল চার্জশিট দেওয়া হবে। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে বিচারক রায়দান সাময়িক স্থগিত রাখেন। শেষ পর্যন্ত দুপুর দুটোর পরে বিচারক অনুব্রত মণ্ডলের জামিন নাকচ করে দেন। ১৪ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

খোয়াইয়ে মোবাইল চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। খোয়াই সুভাষ পার্ক কোহিনুর প্রাঙ্গণ থেকে আটক মোবাইল চোর। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা নাগাদ সুভাষ পার্কের কোহিনুর কমপ্লেক্সে দুলাল দেবের মোবাইল দোকানে একটি মোবাইলের লক ভাঙ্গাতে এসে অপর একটি মোবাইল দোকান থেকে চুরি করে নিয়ে চম্পট দেয় বাপন দেববর্মা। পরবর্তীতে দোকানের মালিক টের পেয়ে তাকে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাকড়াও করতে সফল হয়নি। শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে সনাক্ত হওয়া বাপন দেববর্মা নামে এই মোবাইল চোরকে খোয়াই কোহিনুর কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণ থেকে হাতেনাতে পাকড়াও করে সুভাষ পার্ক এলাকার ব্যবসায়ীরা। মুহূর্তের মধ্যেই মোবাইল চোরকে কেন্দ্র করে ভিড় জমে যায় খোয়াই সুভাষ পার্ক কোহিনুর কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে স্বীকার করে মোবাইলটি চুরি করেছে। তার নাম বাপন দেববর্মা, বাড়ি আগরতলা। পরবর্তীতে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। তাকে সেখান থেকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় সুভাষ পার্ক আউট পোস্টে। নেশা করার জন্য অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে তারা। সারা রাজ্যের সঙ্গে খোয়াইতেও চুরির ঘটনা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশালগড়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুন।। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে বিশালগড় হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে শুক্রবার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদ পরিবেশন এর পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিল ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বিশালগড় বিভাগীয় কমিটি। শুক্রবার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স, বিশালগড়ের মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন, মহকুমা বন আধিকারিক পল্লব চক্রবর্তী, এসোসিয়েশনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতির্ময় দাস, বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির নেতৃত্ব ও সদস্যগণ। শিবিরে মহকুমা শাসক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং মহকুমা বন আধিকারিক সহ মোট ১১ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। রক্তদান শিবিরের বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহকুমা শাসক বিনয় ভাষণ দাস বলেন, রক্তদান মহৎ দান। সাংবাদিকরা সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন রক্তদান শিবির সহ সামাজিক কর্মসূচি পালনে বিশালগড় বিভাগীয় কমিটি আগামী দিনও এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

শোনপুরে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, পিক আপ ভ্যানের ওপর সটান উঠে পড়ল বাস

বর্ধমান, ৩০ জুন (হি. স.) : বর্ধমান-নবদ্বীপ রোডের দেওয়ানদিঘী থানার শোনপুর এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্সকে পাঁশ কাটাতে বাঁ দিকে ঘেঁষে গিয়েছিল যাত্রীবাহী বাসটি। আর সামনেই ছিল পিক আপ ভ্যান। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একেবারে পিক আপ ভ্যানের ওপরে উঠে যায়। পিক আপ ভ্যানটির অর্ধেকাংশ ঢুকে যায় বাসের নীচে। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার। দুর্ঘটনায় এক জন মহিলা যাত্রী ও তাঁর শিশুকন্যা মারাত্মক আহত হয়েছেন। তাঁদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,বর্ধমান থেকে বাকলসাগামী বাসটি ওভারটেক করতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে। বাসটি ওভারটেক করার সময় সামনে এসে যায় একটি অ্যাম্বুল্যান্স। তখন বাসটি দুর্ঘটনা এড়াতে বাঁদিকে সরতে গেলে সামনে থাকা পিক আপ ভ্যানের ওপর উঠে যায়। পিক-আপ ভ্যানটি পাল্টি খেয়ে পড়ে রাস্তার ধারে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিতে। তবে রক্ষার বিষয় বিদ্যুতের খুঁটিটি ভেঙে পড়েনি। যদি তা হত, তাহলে আরও বড় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটত।স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকার্যে হাত লাগান। খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় পুলিশ দ্রুত যাত্রীদের উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। ঘাতক বাসের চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।

জলে ডুবে মৃত্যু ছাত্রের

হাসিমারা, ৩০ জুন (হি. স.) : হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির অধীন কোদালবস্তি জঙ্গলের একটি নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল ছাত্রের। বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার নাম করে বের হয়েছিল দশম শ্রেণির পড়ুয়া। স্কুলে না গিয়ে কয়েকজন ছাত্র নদীতে স্নান করতে যায়। সেখানেই জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ছাত্রের। শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম সোহেশ বিশ্বকর্মা(১৫)। সে হাসিমারা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র। এদিন সোহেশ ও তার তিন সহপাঠী স্কুলে না গিয়ে চলে যায় কোদালবস্তির জঙ্গলে। সেখানে একটি নদীতে স্নান করার সময় ওই ছাত্র নদীতে তলিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ছাত্রকে নদী থেকে তুলে আনেন। দ্রুত তাকে স্থানীয় বায়ুসেনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে মৃত ছাত্রের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। খবর পেয়ে হাসিমারা ফাঁড়িতে যান সোহেশের বাবা। তিনি বলেন, 'ছেলে বাড়িতে স্কুলে যাচ্ছি বলে বের হয়েছিল।'

পটাশপুরে বোমা বিস্ফোরণ

পটাশপুর, ৩০ জুন (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে এক নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। আহত হয়েছেন একজন। জখম অবস্থাতেই পলাতক নির্দল সমর্থক। ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই বিক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিশ। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার। এদিন সকালে পটাশপুরের পালপাড়ায় এক নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের অভিঘাতে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। টিনের বাড়ির একাংশও ভেঙে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমটায় বাড়ি থেকে বের হননি। আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে উঠে যতক্ষণে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই এলাকায় পৌঁছন, ততক্ষণে জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তি পালিয়ে গিয়েছেন। অভিযোগ, বাড়িতেই বোমা মজুত করা হয়েছিল। সেই মজুত বোমা ফেটেই বিস্ফোরণ। বিরোধীদের অভিযোগ, এলাকা দখলের জন্য ক্ষমতা জাহির করতেই বোমা মজুত করা হচ্ছে। আর তা ফেটেই বিস্ফোরণ হচ্ছে। আপাতত এলাকা থেকে বিস্ফোরণের নমুনা সংগ্রহ করছে পুলিশ। নির্দল প্রার্থীর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

মণিপুরে অশান্তি, আগরতলায় এসইউসিআই'র প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। মনিপুরে সাম্প্রদায়িক ধারাবাহিক হিংসাত্মক ঘটনা বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার এবং মনিপুর সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছে এসইউসিআই। মণিপুরে ধারাবাহিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে শুক্রবার রাজধানী আগরতলার বটতলায় এসইউসিআইএর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। সংগঠনে তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে সরকার পরিস্থিতি মোকাবেলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অবিলম্বে এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং মনিপুর সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। হিংসার দাবানল দেশের অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের সচেতন জনগণকে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হওয়ার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে সিপিএম তৃণমূল সংঘর্ষ, আহত উভয় পক্ষের চার

বাসন্তী, ৩০ জুন (হি. স.) : দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ালো বাসন্তীতে। শুক্রবার সকালে বাসন্তীর ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভরতগড় বাজার সংলগ্ন এলাকায় দুই দলের এই বিবাদের জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। এই ঘটনায় দুপক্ষই বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রের খবর, এদিন সকালে একদল সিপিএম কর্মী ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১৭ নম্বর বুথের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী জলিল শেখ কয়েকজন দলীয় কর্মীকে সাথে নিয়ে এলাকায় সিপিএমের পতাকা লাগাচ্ছিলেন। অভিযোগ সেই সময় এলাকার তৃণমূল কর্মীরা এসে আচমকাই তাঁদের উপর চড়াও হয়ে বেধরক মারধর করে। ঘটনায় জলিল শেখ সহ দুজন আহত হন। যদিও তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ এলাকায় তাঁদের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এই সিপিএমের লোকেরা সেখানে নিজেদের দলের পতাকা লাগাচ্ছিল। এই বিষয়ে প্রতিবাদ করতেই তাঁদের উপর চড়াও হয়ে মারধর করেন সিপিএমের কর্মীরা। ঘটনায় তৃণমূলের দুই কর্মী খকন শেখ ও আমিরুল শেখ গুরুতর জখম হয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। দুপক্ষের মধ্যেই ইটবৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

জলিল বলেন, " আমি কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে এলাকায় দলের ফ্লাগ বাঁধছিলাম, আচমকাই তৃণমূলের লোকেরা এসে আমার উপর হামলা করলো। কেন বামফ্রন্ট থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছি, সেই কারনে আমাকে ও আমার কর্মীদের উপর হামলা করলো।" এলাকার তৃণমূল আবির লস্কর বলেন, " আমাদের দলের ফ্লাগ খুলে ফেলে দিয়ে সিপিএমের ফ্লাগ লাগাচ্ছিলেন জলিল ও তাঁর সঙ্গীরা। প্রতিবাদ করায় আমাদের দুই কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে ওরা। আমাদের দুজন গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।" এই অভিযোগ মানতে চায়নি সিপিএম। সিপিএমের ভরতগড় ব্রাঞ্চ সম্পাদক প্রল্লাদ মন্ডল বলেন, " সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এটা সাজানো ঘটনা তৃণমূলের। আমাদের কেউই ওদের উপস হামলা করেনি। বরং ওরাই আমাদের উপর হামলা করে। আমাদের প্রার্থীকে মারধর করেছে। পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করুক।" ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।